দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রতাপপুর দরবার শরিফে 'ওয়াদি হাট'

রমজান মাস আসলেই যেন একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর পোয়াবারো। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে, কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করেই হু হু করে তারা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে এই সময় ইফতারিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ফলমূলের দাম থাকে আকাশ ছোঁয়া। অথচ এ ব্যাপারে সরকারের কোনও হেলদোল দেখা যায় না। নিত্য দিনের বাজারে নজরদারির জন্য গঠন করা হয় না কোনও টাস্কফোর্স। ফলে দালাল-ফোড়েদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ রোজাদার মুসলিমদের নাভিশ্বাস ওঠে।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

Vol:8 Issue:19 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ৮ রমযান ১৪৪৪ হিজরি ৩১ মার্চ ২০২৩ ১৬ চৈত্র ১৪২৯ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

এক ঝলকে

চিনে রমজান পালনে বাধা!

বিশ্বজুড়ে চলছে রমজান মাস পালন। ভারত থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই পবিত্র রমজান পালনে অংশগ্রহণ করছেন। ব্যতিক্রম চিন। অন্যান্য বছরগুলির মতো এই বছরেও চিনের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের সহ্য করতে হচ্ছে এই অমানবিক সরকারি আদেশ। এমনই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে একটি গোপন মিডিয়া রিপোর্টে। বর্তমানে উইঘুররা মূলত চিনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাস করে। উইঘুররা এই অঞ্চলের সরকারিভাবে স্বীকৃত ৫৬টি নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অন্যতম।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

বিলকিস চাপে গুজরাত সরকার

বিলকিস বানো মামলায় গুজরাত সরকারের উপর চাপ তৈরি করল সুপ্রিম কোর্ট। কী কারণে খুন ও ধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তি মুকুবের করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে হলফনামা চেয়ে পাঠাল শীর্ষ আদালত। গুজরাত সরকারের পাশাপাশি এই মামলায় কেন্দ্রকেও নোটিশ ধরালো বিচারপতি কেএম জোসেফ এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্নার বেঞ্চ। ২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গার সময় বিলকিস বানো নামে এক মহিলাকে ধর্ষণ ও পরিবারের সাত জনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয় মোট ১১ জন।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

কৃষ্ণগহ্বর চিন্তায় বিজ্ঞানীরা

অভিমুখ বদল করে পৃথিবীর দিকে ঘুরে গিয়েছে কৃষ্ণগহ্বর। তা থেকে শক্তিশালী বিকিরণও আসছে পৃথিবীর দিকে। এমনটাই দাবি, কয়েক জন মহাকাশবিজ্ঞানীর। যদিও এই ব্ল্যাকহোল কী ভাবে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলকে প্রভাবিত করবে তা স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহাকাশবিজ্ঞানীদের একটি দল একটি নক্ষত্রমণ্ডলকে নিয়ে পুনরায় চর্চা শুরু করেছে। এই নক্ষত্রমণ্ডলের কেন্দ্রে রয়েছে বিশাল এই ব্ল্যাকহোল। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই ব্ল্যাকহোলটি নিজের দিক পরিবর্তন করেছে এবং বর্তমানে এটির মুখ রয়েছে সরাসরি পৃথিবীর দিকে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

বিজেপিকে হুঁশিয়ারি মমতার দ্বিচারিতা

মুসলিমদের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা'য় গর্জে উঠলেন ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রামনবমীর মিছিল করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিলে ছেড়ে কথা বলা হবে না কাউকে। আইন তখন আইনের পথেই চলবে। কলকাতার রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে এভাবেই বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে তাঁর এই হুঁশিয়ারিকে পাত্তা দিতে নারাজ অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। তাঁর প্রশ্ন, গত বছরেও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রামনবমীর মিছিল করে মুসলিমদের ওপর চড়াও হয়েছিল হিন্দুত্ববাদীরা। তখন সেইসব দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার? মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা দাঙ্গা বাঁধানোর ছক কষছে জেনেও প্রশাসন কেন নিষ্ক্রিয় ছিল সেই সময়? রুহুল আমিন ভাইজানের আরও অভিযোগ, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার উদ্দেশ্য আসলে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক কৌশল। এর কারণ হিসাবে তিনি জানাচ্ছেন, সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনেই বোঝা গিয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। মুসলিমদের সমর্থন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর থেকে। ফলে ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে মুসলমানদের কাছে ভালো সাজতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের হয়ে গলা ফাটানোর নাটক করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বছর পাঁচেক আগে আসানসোলের চাঁদমারি অঞ্চলে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে, সেই স্মৃতি এখনও টাটকা হয়ে আছে মানুষের

মনে। তৎকালীন বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সেখানকার নূরানী মসজিদের ইমাম সাহেব মহম্মদ ইমদাদুল্লাহ দাঙ্গায় নিহত নিজের ছেলের লাশ দেখেও ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর সক্রিয় ভূমিকার জন্যই দাঙ্গা আর বাড়তে পারেনি। অথচ অভিযুক্ত বিজেপি নেতা বাবুল সুপ্রিয়কে দলে নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী, এমনটাই অভিযোগ আইমা সম্পাদক রুহুল আমিন সাহেবের। তাছাড়া বিজেপি থেকে ঘুরে আসা আর এক বাহুবলী নেতা অর্জুন সিং, যিনি নৈহাটি-ভাটপাড়া অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের জন্য দায়ী, এমনকী মসজিদে আজান বন্ধের জন্যও আদালতে মামলা করেছিলেন, তাঁকে পুনরায় দলে টেনে নিজের সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দাবি আইমা সুপ্রিমোর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে তলায় তলায় বিজেপির 'সেটিং' আছে সেই অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছেন আইমার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। ফলে রামনবমী নিয়ে মমতার হুঁশিয়ারি আসলে দ্বিচারিতা ছাড়া কিছুই না বলে মনে করেন তিনি। ভাইজানের বক্তব্য, আগে নিজের দল থেকে সাম্প্রদায়িক লোকজনদের বের করে দিন তৃণমূলনেত্রী, ব্যবস্থা নিন মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর অস্ত্র নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে চড়াও হওয়া হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে। তবেই বোঝা যাবে তিনি কতটা মুসলিম-দরদী। নাহলে এসব লোকদেখানো ফাঁকা আওয়াজ আর মায়াকান্না কেঁদেও লাভ হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন আইমা সুপ্রিমো।

দিল্লির জামা মসজিদে ইফতারে মুসল্লিরা।

ভারতে মুসলিম প্রধানমন্ত্রী নয় কেন?

স্কটল্যান্ডের তুলনা দিয়ে প্রশ্ন আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: কে বলে সংখ্যাগুরুর দেশে সংখ্যালঘুরা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না? হামজা ইউসুফ দেখিয়ে দিলেন, যোগ্যতা থাকলে কাউকে দমিয়ে রাখা যায় না। স্কটল্যান্ডের প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ৩৭ বছর বয়সী হামজা ইউসুফ। প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং মুসলিম নেতা হিসাবে এই মর্যাদায় আসীন হলেন তিনি। স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নিকোলা স্টার্জেন ইস্তফা দেওয়ার পরই স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) তরুণ এই নেতাকে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, হামজা ইউসুফ স্কটল্যান্ডের তরুণতম প্রধানমন্ত্রী।

হামজা ইউসুফের জন্ম যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি। ২০১১ সালে স্কটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে তাঁর পরিবার শরণার্থী হিসাবে পাকিস্তান থেকে ব্রিটেনে চলে আসে। বাবা পাকিস্তানের নাগরিক হলেও তাঁর মা কেনিয়ার দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজনীতিতে আসার পর থেকেই হামজা ইউসুফ স্কটল্যান্ডে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন। সে ব্যাপারে সমর্থনও পেয়েছেন নিজের দল স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতৃত্বের কাছ থেকে। ২০১২ সালে স্কটল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ সংখ্যালঘু মুসলিম মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন তিনি। ২০২১ সালে সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন। এরপর স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির অবিসংবাদী নেতা হিসাবে দলের মধ্যেই চ্যালেঞ্জে ফেলে দেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে বেশ কয়েক বছর ধরেই উপমহাদেশীয় বংশোদ্ভূত নেতৃত্বদের কর্তৃত্ব বাড়ছে।

> **কঠোর পরিশ্রম এবং সততাই একজন মানুষকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। যদি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত একজন মানুষ স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তাহলে বাংলা বা ভারতে সেটা হবে না কেন? এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে একজন সংখ্যালঘু মানুষ কেন শীর্ষস্থান পেতে পারেন না? এই বিষয়টা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পিছিয়েপড়া মানুষদের বুঝতে হবে। তাঁরা যদি চান তাহলে আগামীদিনে দেশ বা রাজ্যকে তাঁরাই নেতৃত্ব দিতে পারেন।**
>
> পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সম্পাদক, আইমা

⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

সিপিএমই কি প্রধান বিরোধী!

তৃণমূলের অবস্থানে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: হঠাৎ অবস্থান বদল করে ফেলেছে তৃণমূল! বিজেপিকে ছেড়ে তারা নিশানা করে চলেছে সিপিএমকে। তবে কি বাংলায় ফের প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠছে সিপিএমই! বিজেপি পিছু হটছে তাদের জায়গা থেকে। অন্তত তৃণমূলের আক্রমণের অভিমুখ বদলে সেই প্রশ্ন উঠে পড়েছে। বিশেষ করে সাগরদিঘি উপনির্বাচনের পর তৃণমূলের এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

একুশের নির্বাচনে শূন্যে নেমে প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল সিপিএম। সিপিএম আবার শূন্য থেকে শুরু করে হারানো জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। সিপিএম শূন্যে নামার পর থেকেই তৃণমূল কমিউনিস্ট পার্টির নাম মুখে করত না। বলত, ওদের কথার আর কী জবাব দেবো, ওরা বিধানসভায় শূন্য লোকসভায় শূন্য, পার্টিটাই তো উঠে গিয়েছে। কিন্তু সাগরদিঘিতে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে তৃণমূলের পরাজয়ের পর কী এমন হল আক্রমণের অভিমুখ পুরোপুরি বদল করে ফেললেন তৃণমূল নেতারা? বিজেপি নিয়ে আর তারা তেমন মুখ খুলছেন না, দুর্নীতি ঢাকতে তাঁরা নিশানা করছেন সিপিএমকে। সিপিএম আমলের কথা তুলে ধরে কাউন্টার করছেন।

অর্থাৎ রাজ্য রাজনীতিতে ফের গুরুত্ব বাড়ছে সিপিএমের। কিন্তু কেন হঠাৎ অভিমুখ বদল করল তৃণমূল? বিজেপিকে ছেড়ে তারা কেন সিপিএমের পিছনে পড়ল। এক ঢিলে দুই-পাখি মারার চেষ্টাও হতে পারে এটি। একদিকে সিপিএমকে ঢাল করে নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেওয়া আর দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই সিপিএমের গুরুত্ব বাড়ানো। সিপিএমের গুরুত্ব বাড়লে বিজেপির যে চাপ বাড়বে, তা বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণে স্পষ্ট। সিপিএমের ভোটব্যাঙ্ককে নিয়ে বিজেপি যে ২০১৯ ও ২০২১-এ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

রাহুলের কেন্দ্রে এখনই উপনির্বাচন চায় না কমিশন

শিক্ষা ফয়জল-কাণ্ড থেকে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে ঘোষণা হয়েছে জলন্ধর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। কিন্তু রাহুল গান্ধীর কেন্দ্র ওয়েনাডের উপনির্বাচন নিয়ে কোনো ঘোষণা এদিন করেননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। রাহুল গান্ধীর কেন্দ্র ওয়েনাড নিয়ে কোনো তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন।

সম্প্রতি কেরালার ওয়েনাডের সাংসদ রাহুল গান্ধীর দুই বছরের কারাদন্ডের নির্দেশ দেওয়া হয় এক মানহানির মামলায়। তারপরই লোকসভা তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়। ফলে কেরালার ওয়েনাডের সংসদীয় আসন শূন্য হয়ে যায়। রাহুল গান্ধীর শাস্তিবিধান এবং সাংসদ পদ খারিজ এতটাই তাড়াহুড়ো করে হয়েছিল যে, তাতে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মনে হয়েছিল তড়িঘড়ি উপনির্বাচনও ঘোষণা করে দিতে পারে কমিশন। কিন্তু কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণার দিন জলন্ধরের উপনির্বাচন ঘোষণা হলেও ওয়েনাডের উপনির্বাচন ঘোষণা করল না কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, "আমরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শূন্যপদগুলি সাফ করেছি। ওয়েনাডের এই শূন্যপদটি মার্চ মাসে জানানো হয়েছিল। এবং সাংসদ পদ বাতিলের পর উচ্চ আদালতে আপিলের জন্য ৩০ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। ফলে আমরা তাড়াহুড়ো করতে চাইছি না।

মুখ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যে কোনও পদ শূন্য হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন হওয়া দরকার। ফলে নির্বাচন কমিশনের হাতে অনেক সময় রয়েছে। এখনও সাতদিন অতিক্রান্ত হয়নি ওয়ানাডের সংসদীয় আসনটি শূন্য হয়েছে।

এদিন নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচন ঘোষণা করলেও কংগ্রেস আইনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। শুক্রবার রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। সুরাত আদালতের শাস্তি বিধানের এক দিন পরে সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়। সুরাত আদালত রাহুল গান্ধীকে এক বিজেপি নেতার দায়ের করা মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তাঁর সাজার বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ৩০ দিন সময় রয়েছে। এখন সাজা স্থগিত রাখা হলে রাহুল গান্ধী তার লোকসভা সদস্যপদ ফিরে পাবেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৯১ অনুযায়ী কেউ অপরাধের জন্য দোষীসাব্যস্ত এবং দুই বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এদিনই একই রকম একটি মামলায় লোকসভা সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছেন এক রাজনীতিক।

⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

নাইরোবির কিবেরা বস্তিতে বিরোধী নেতা রাইলা ওডিঙ্গার ডাকা একটি গণ সমাবেশে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ অফিসারদের খণ্ডযুদ্ধ।

কলকাতাকে বাঙালির শহর বানাতে চাই

গৌরবের বাংলা ভাষা সর্বত্র ব্যবহারের দাবি বাংলা পক্ষের

বিশেষ প্রতিনিধি: আমরি বাংলা ভাষা। এই বাংলা ভাষাই তো মোদর গরব, মোদের আশা। বাংলার এই গৌরবকে সযত্নে লালিত করার দাবি তুলল বাংলা পক্ষ। কলকাতা ৮৬ শতাংশ বাঙালির রাজ্য। বাংলার রাজধানী। সেই কলকাতা পুরসভার কাজে কেন বাংলা ভাষা চালু হবে না, প্রশ্ন তুলে ডেপুটেশন দিল বাংলা পক্ষ।

কলকাতা পুরসভায় বাংলা পক্ষের ডেপুটেশনে দাবি করা হয়, কলকাতা পুরসভায় অন্তর্গত সমস্ত এলাকায় যাবতীয় বোর্ডে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রদানের থেকে তথ্য যাচাই, রাজ্যের স্থায়ী নাগরিকদের হকার লাইসেন্স বা চাকরির পরীক্ষায় বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সেইসঙ্গে বাংলা পক্ষ দাবি করেছে, কলকাতা পুরসভার চাকরি ও কাজে বাঙালি তথা ভূমিপুত্রদের অধিকার সুনিশ্চিত করা দরকার। এমন চার দফা দাবিতে কলকাতা পুরসভার কমিশনার বিনোদ কুমারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল বাংলা পক্ষ। বাংলা পক্ষের এই দাবি বাংলার জন্য, বাংলার মানুষের জন্য।

বাংলা পক্ষের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষ পরিষদ সদস্য তথা সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, কলকাতা জেলার সম্পাদক অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা জানান, কলকাতা পুরসভার কমিশনারের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দাবিগুলো নিয়ে। এদিন পুর

পরিষেবাকে আরও নাগরিকমুখী করার দাবিও তোলা হয় বাংলার পক্ষ থেকে। পুর কমিশনারের কাছে তাঁরা পেশ করেন চার দফা দাবি। সেই দাবির সমর্থনে যুক্তি দেন। তা নিয়ে আলোচনা করেন। পুর কমিশনার তাঁদের দাবি বিবেচনা করবেন বলেও জানান।

তাদের প্রথম দাবি, গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ কলকাতায় আসেন।কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার নাম ফলকে বাংলা না থাকায় তাঁরা রাস্তার নাম পড়তে পারেন না। একইভাবে কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে বাংলা না থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি অবোধ্য হয়ে থাকে। বাংলা পক্ষ আরও জানায়, কলকাতার প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি নামফলক ও বিজ্ঞাপনের বোর্ডে বাধ্যতামূলকভাবে সব থেকে বড় অক্ষরে বাংলা রাখতে হবে। কলকাতা পুরসভার এই বিষয়ে নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে অনেকক্ষেত্রেই সেটি মানা হয় না। তা যাতে মানা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের দ্বিতীয় দাবি, কলকাতার বুকে ব্যাপকভাবে 'হকার' বেড়ে যাওয়ায় নাগরিকদের জন্য জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। হকার লাইসেন্স বা কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসায়ী রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা কি না, তার আবশ্যিক পরীক্ষা করার আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের দাবি, একমাত্র রাজ্যের ভূমিপুত্রদেরই রাজধানী শহরের ফুটপাতে ব্যবসা করা অধিকার দেওয়া হোক। হকাররা যেন বাংলা ভাষা বলতে, লিখতে ও পড়তে সক্ষম হয়। আবশ্যিকভাবে সেই দিকে নজর দেওয়ার দাবি তোলেন বাংলা পক্ষের সদস্যরা।

তৃতীয় দফা দাবি, পুরসভার চতুর্থ শ্রেণির চাকরি-সহ সমস্ত পদগুলি শুধুমাত্র ভূমিপুত্রদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি চাকরির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানানো হয় তাঁদের দাবিতে। ভূমিপুত্রদের জন্য তার আবশ্যকতা জরুরি বলে মনে করে বাংলা পক্ষ। চতুর্থ দফা দাবি, প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরসভা কর্তৃক ডোমেসাইল সার্টিফিকেট প্রদানের সময় আবেদনকারীর সমস্ত তথ্য যাচাই করতে হব। ডোমেসাইল সার্টিফিকেট প্রদান করার এই বিষয়টি নিশ্চিত করার দাবি তোলা হয় বাংলা পক্ষের তরফে। তাঁরা জানান, আশা করি কলকাতা পুরসভার মেয়র এবং পুর কমিশনার উপরোক্ত দাবিগুলি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন এবং দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাংলা পক্ষের তরফে জানানো হয়, আমাদের তিলোত্তমা কলকাতা শহর দখল হয়ে যাচ্ছে। সেই দখল হয়ে যাওয়া কলকাতা শহরকে আমরা আবারও বাঙালির শহর বানাতে চাই। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের লড়াই। এদিনেপ ডেপুটেশনও সেই লড়াইয়ের অঙ্গ। এই লড়াই চালিয়ে যাবে বাংলা পক্ষ।

কংগ্রেসের টার্গেট বিজেপির লিঙ্গায়েত ভোটব্যাঙ্ক !

কর্নাটক নির্বাচনে মাস্টারস্ট্রোক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কর্নাটক রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে লিঙ্গায়েতদের। আর এই লিঙ্গায়েত ভোটে বরাবর প্রাধান্য দেখিয়ে এসেছে বিজেপি। তারা ঐতিহ্যগতভাবে বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসছে বলে মনে করা হয় কর্নাটকের রাজনীতিতে। এবার কিন্তু সেই লিঙ্গায়েত ভোট থাবা বসাতে চলেছে কংগ্রেস।

বিজেপির অন্তর্কলহের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস এবার তাদের প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে লিঙ্গায়েতদের একটা বড় অংশকে। কংগ্রেস ২২৪ সদস্যের বিধানসভায় কমপক্ষে ১৫০টি আসন জয়ের লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা সাজিয়েছে। সেখানে এবার লিঙ্গায়েত ভোটে কংগ্রেস অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইছে। কর্নাটকের জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ লিঙ্গায়ত এবং বীরশৈব। কর্নাটকের অন্তত ১০০টি আসনে লিঙ্গায়ত বা বীরশৈবদের প্রভাব রয়েছে। ২২৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১০০টি কেন্দ্রে লিঙ্গায়ত বা বীরশৈবরা নির্ধারক। আর এই কেন্দ্রগুলির বেশিরভাগই উত্তর কর্নাটকে। কর্নাটকে এই সম্প্রদায় থেকে ন'জন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।

আসন্ন কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবার প্রার্থী তালিকায় মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছে লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ২৮ জনকে প্রার্থী করে। লিঙ্গায়েতদেরই তুরুপের তাস করে এবার বাজি জিততে চাইছে কংগ্রেস। একেবারে অঙ্ক কষে তারা এবার এগোচ্ছে। সেই অঙ্ক মেলাতে পারলেই সাফল্য ধরা দেবে বলে করছে প্রদেশ কংগ্রেস। কর্নাটক নির্বাচনে প্রথম দফার তালিকায় প্রার্থী করা হয়েছে সাতজন পঞ্চমশালী লিঙ্গায়েত সদস্য, পাঁচজন রেড্ডি লিঙ্গায়ত সদস্য, তিনজন সদর লিঙ্গায়ত, তিনজন বীরশৈব লিঙ্গায়ত, চার জন অন্যান্য লিঙ্গায়ত, তিনজন বানজিগা লিঙ্গায়ত, দুই গণিগা লিঙ্গায়ত এবং একজন নোনাবা লিঙ্গায়েত সদস্য। এছাড়াও ২২ জন ভোক্কালিগা প্রার্থীও হয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য, লিঙ্গায়তবাদের প্রতিষ্ঠা এই কর্নাটক থেকে। দ্বাদশ শতাধীর একজন দার্শনিক, কবি এবং সমাজ সংস্কারক বাসভন্নকে মূলত লিঙ্গায়তবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। লিঙ্গায়েতরা শিবের উপাসক। বাসভন্নের লিঙ্গায়তবাদ ভক্তি আন্দোলনের সময় বৃদ্ধি পেয়েছিল বর্ণ শ্রেণিবিন্যাস। উপনয়নের মতো হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান বা পৈতে পরার বিরোধী ছিলেন এঁরা। আর বীরশৈবরাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্নাটকে। বীরশৈবরা শিবের উপাসক এবং তারা ছিলেন বাসভন্নের পূর্ববর্তী। বীরশৈবধর্মের উপাসকরা বেদ থেকে এসেছেন। এই সম্প্রদায়ের পাঁচটি পীঠ। তা হল-রামভপুরী, উজ্জয়িনী, কেদার, শ্রীশৈল এবং কাশী। বীরশৈবধর্মের অনুসারীরা মূলত কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত। এই দুই সম্প্রদায়ের ভোট এবার কংগ্রেসের দিকে যাবে বলেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত।

লিঙ্গায়েতদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মর্যাদা দাবি করে আসছে দীর্ঘদিন। ২০১৮ সালে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করা হয়েছিল এই মর্মে। কিন্তু লিঙ্গায়েতদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়া হবে। বিজেপি সরকার এখন মুসলমানদের জন্য ৪ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে লিঙ্গায়ত ভোটারদের প্ররোচিত করা শুরু করেছে।

দুর্নীতির প্রতিবাদে উলুবেড়িয়া পুরসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিবেদক, উলুবেড়িয়া: সারা রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যে একের পর এক দুর্নীতির খবর জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে তার ফলে যেমন শাসকদলের মুখ পুড়ছে তার সাথে সাথে সাধারণ জনমানসেও বিক্ষোভ এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। নেতা-মন্ত্রীদের সুপারিশে চাকরি, চিরকুটে চাকরি—এই সমস্ত কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তিকর দাবি তুলে লজ্জায় মুখ ঢাকতে চাইছে শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা। এই সমস্ত দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে গত ২৮ মার্চ বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে উলুবেড়িয়া পৌরসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ সভায় উলুবেড়িয়া পৌরসভার সিপিএম

তথা বামফ্রন্টের পক্ষে বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এবং সাবিরউদ্দিন মোল্লা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভারতে মুসলিম প্রধানমন্ত্রী নয় কেন?

প্রথম পাতার পর

লন্ডনের মেয়র পদে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছেন আর এক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাদিক খান। কয়েকমাস আগে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাতেও অনেক মুসলিম এমপি সামনের সারিতে অবস্থান করছেন। ফলে নতুন করে ভারতীয় উপমহাদেশ বা পশ্চিম বাংলায় সরকারের শীর্ষ পদে মুসলিম মুখ নিয়ে আসার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। তাঁদের যুক্তি, ব্রিটেন, স্কটল্যান্ড বা পশ্চিমা বিশ্বের খ্রিস্টান-প্রধান দেশগুলোতে যদি মুসলিমরা ক্ষমতার শীর্ষে আসতে পারেন, তাহলে ভারতে বা বাংলার ক্ষেত্রে সেটা কেন হবে না? যুক্তি হিসাবে তাঁরা তুলে আনছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর প্রসঙ্গ। এছাড়াও ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, জাকির হোসেন, ড. এ পি জে আবদুল কালামরা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ (রাষ্ট্রপতি) অলংকৃত করেছেন বিভিন্ন সময়। অন্যদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় জ্যোতি বসু বিদেশ সফরে গেলে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাতেন মহম্মদ আমিনের মতো সংখ্যালঘু মুসলিম নেতা। তাই আবার দেশ বা রাজ্যের শীর্ষে সংখ্যালঘু কোনও মুসলিম নেতা বসলে সেটা যে গৌরবেরই হবে তা নিয়ে নিসংশয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন (আইমা)-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব মন্তব্য করেন, ইউরোপের দেশ স্কটল্যান্ডের শাসকদলের নেতা হিসেবে হামজা ইউসুফের মতো মুসলিম নেতার নির্বাচন এটাই প্রমাণ করে যে, তারা এখনও প্রগতিশীলতার নীতিকে পাথেয় করেই এগিয়ে চলেছে।" আগামী ভবিষ্যতেও এই নীতিতেই তারা স্থির থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন আইমা সুপ্রিমো। তাঁর আরও সংযোজন, সংখ্যালঘুরা দেশ শাসন করলে তা হবে দেশবাসীর জন্য মঙ্গলজনক। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে রক্ষা পাবে মানুষ। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার মানসিকতা কাজ করবে সেই নেতার মধ্যে। ফলে দেশ পৌঁছে যাবে উন্নয়নের শিখরে। তাই তিনি দেশ বা রাজ্যগুলোতে সংখ্যালঘু মানুষদের শাসন ক্ষমতার শীর্ষে আনার জোরালো দাবি জানান। রুহুল আমিন সাহেবের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন একাধিক রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বও। তাঁদের বক্তব্য, হামজা ইউসুফের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মানুষকে প্রধানমন্ত্রী করে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে স্কটল্যান্ড, তা একটি দৃষ্টান্ত। ভারত বা বাংলাতেও এই উদারতার রাজনীতি ফিরে আসুক।

পথশ্রী প্রকল্পের উদঘাটন উলুবেড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, উলুবেড়িয়া: সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের উদঘাটন হল। সেই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া পৌরসভায় প্রেস কনফারেন্স করলেন

রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় মহাশয়। তিনি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যকে বিভিন্ন প্রকল্পের খাতে টাকা দিলেও ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা ও রাস্তা উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বরাদ্দ টাকা দিচ্ছে না।' এছাড়াও তিনি এই রাজ্যের বিরোধী নেতাদের সংকীর্ণ মানসিকতা এবং শত্রুতামূলক ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, 'রাজনৈতিক ময়দানে লড়াই থাকতেই পারে। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের পক্ষে সবাইকে একযোগে পাশে থাকা উচিত।' কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। হাওড়া গ্রামীণ জেলায় রাস্তাশ্রীতে উলুবেড়িয়া-সহ অন্যান্য জেলায় ৩৪৭ কিলোমিটার জুড়ে এই প্রকল্প চালু হচ্ছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন, সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান প্রমুখ।

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছর রমজান মাসের প্রথম সপ্তাহেও উলুবেড়িয়া সামারিটান হেল্প মিশনের পক্ষ থেকে এবং চেঙ্গাইল লাডলো মসজিদের পেশ ইমাম জনাব ক্বারি আমানুল্লাহ সাহেবের উদ্যোগে শতাধিক দুস্থ পরিবারের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষেরা ইফতার সামগ্রী পেয়ে যার পর নাই খুশি।

উপনির্বাচন চায় না কমিশন

প্রথম পাতার পর

লাক্ষাদ্বীপের এনসিপি সাংসদ মহম্মদ ফয়জল খুনের চেষ্টার মামলায় দোষীসাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কেরালা হাইকোর্ট তার সাজা স্থগিত করার দু-মাস পরে তার সংসদ সদস্য পদ ফিরে পান।

মহম্মদ ফয়জল দাবি করেন, ২০০৯ সালের নির্বাচনের সময় প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পিএম সাঈদের এক আত্মীয়কে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ২০১৬ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এনসিপি নেতা এই বিচার চলকালীন ২০১৯ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১১ জানুয়ারী তাঁকে অন্য তিনজনের সঙ্গে সাজা দেওয়া হয়েছিল।

তার দুই দিন পরে লোকসভা সচিবালয় তাঁর সাসংদ পদ খারিজ করে দেয়। নির্বাচন কমিশন ২৭ জানুয়ারি ফয়জলের লাক্ষাদ্বীপ আসনে নির্বাচনের ঘোষণা করে। ভোটের দু-দিন আগে কেরালা হাইকোর্ট ফয়জলের সাজা স্থগিত করে দেয়। নির্বাচন কমিশনকে উপনির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য করে। সূত্রের খবর, ভারতের নির্বাচন কমিশনার এই বিড়ম্বনা এড়াতেই রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী ক্ষেত্র ওয়েনাডের উপনির্বাচন ঘোষণা বিরত রাখল। তারা এ ব্যাপারে ধীরে চলো নীতি নিয়ে এগোতে চাইছে। উচ্চ আদালত রাহুল গান্ধীর বিষয়ে কী রায় দেয়, তা জেনেই নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি, ৭ অধ্যাপককে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক : সংবাদ শিরোনামে ফের বিশ্বভারতী। সাত অধ্যাপককে শোকজের ঘটনায় ফের সরগরম বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সরব হাওয়ার ঘটনায় সাত অধ্যাপককে শোকজ করেছে কর্তৃপক্ষ। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেওয়ার পরই তাঁদের শোকজ করেছে কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন তিনি। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। অভিযোগ, তারপরেই শোকজ করা হয় ৭ অধ্যাপককে। শোকজ হওয়া সাতজন অধ্যাপকের মধ্যে রয়েছেন সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, তথাগত চৌধুরী, কৌশিক ভট্টাচার্য, অরিন্দম চক্রবর্তী, শরৎকুমার জেনা, সমীরণ সাহা ও রাজেশ কে ভি।

বিশ্বভারতী

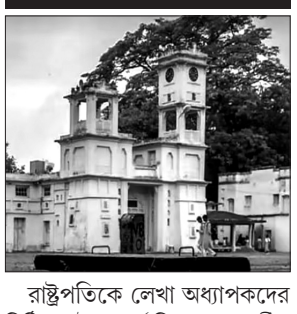

রাষ্ট্রপতিকে লেখা অধ্যাপকদের চিঠিতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সমালোচনা করা হয়েছে। রয়েছে সম্প্রতি অমর্ত্য সেনের সঙ্গে বিশ্বভারতীর জমি-বিবাদের কথাও। এখানেই শেষ নয়, অভিযোগের সুরে চিঠিতে এও বলা হয়েছে, বিশ্বভারতীর একাধিক আর্থিক দুর্নীতির কথা। রয়েছে উপাচার্যের আমলে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রায় ১৩০টি মামলার প্রসঙ্গ এবং প্রায় ৪০০ জন কর্মী-অধ্যাপক এবং পড়ুয়ার উপর শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা। শুধু তাই নয় অধ্যাপক সংগঠন চিঠিতে দাবি করেছে, নিয়ম-কানুন ভেঙে কাজ করছেন বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য। এরপরই ওই সাত শিক্ষককে শোকজ চিঠি ধরায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

এই বিষয়ে ভিবিইউএফএ সংঠনের সভাপতি সুদীপ্ত ভট্টাচার্য জানালেন যে, যেহেতু তাঁরা সাতজন রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছেন। সেই কারণে প্রতিহিংসামূলক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। গতকাল দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরা শোকজ চিঠি পেয়েছেন। ভিবিইউএফএ সংঠন একপ্রকার নিশ্চিত যে শোকজের কারণ শুধু রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠি কারণ, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এই সাত শিক্ষক একমাস আগে উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তারপর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি কর্তৃপক্ষ। তবে রাষ্ট্রপতিকে লেখা ইমেলেরই পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের আগের দিন ধরানো হল শোকজ নোটিশ।

বিস্ফোরক আরও এক তৃণমূল নেতা

সিপিএমের মদতে পশ্চিম মেদিনীপুরেই চাকরি ৫০০ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদক: নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল কো-অর্ডিনেটর অজিত মাইতি। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, বাম আমলে সিপিএম-এর আত্মীয়দের মধ্যে কম করে ৫০০ জনের বিনা সাক্ষাৎকারে চাকরি হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধেও তোপ অজিতের। রেল-এইমসের বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাজুয়ালের নামে বিজেপি নেতার আত্মীয়দেরকে ঢোকানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। যদিও, অজিত মাইতিকে পাল্টা তোপ দিয়েছে সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের।

অজিত মাইতি বলেন, ''৩৪ বছরের শাসনে বামফ্রন্টের লোকজন কত আত্মীয়কে চাকরি দিয়েছেন, কত চিরকুটে চাকরি তাঁর প্রমাণ মিলেছে। একা সুশান্ত ঘোষের পরিবারেই ২২ জন চাকরি পেয়েছেন। শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরেই কম করে ৫০০ জন চাকরি পেয়েছেন যাঁরা সিপিএম নেতাদের আত্মীয়। এগুলো তদন্ত হলেই বোঝা যাবে।'' পাল্টা যুক্তি খাড়া করেছেন বাম নেতা সুশান্ত ঘোষ। তিনি বলেন, ''আমাকে অনেকভাবেই হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় জেলে ভরে আমায় রাজনীতিগতভাবে শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ সুশান্ত ঘোষকে চেনেন। আর শাসকদলের নেতা-নেত্রীও চেনেন।''

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির কাঁটায় বিদ্ধ শাসকদল। একের পর এক হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী গারদে। এ হেন পরিস্থিতিতে শাসকদলের নজরে এখন প্রাক্তন শাসকদল। ইতিমধ্যেই বাম দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একপ্রকার কাঁটাছেঁড়া করতে শুরু করেছে এ রাজ্যের শাসকদল। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রী-র চাকরি কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে যখন তুঙ্গে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। এমনকী কারামন্ত্রী অখিল গিরি অভিযোগ তুলেছেন বাম নেতা সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। তিনি নাকি তাঁর পরিবারের প্রায় ১৫ জনকে চাকরি দিয়েছেন। এরপর ফের সরব হলেন তৃণমূলের আরও এক নেতা।

সিপিএমই কি প্রধান বিরোধী !

প্রথম পাতার পর

এখন সিপিএম একটু ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টাতে বহু ক্ষেত্রে বিজেপি পিছিয়ে পড়েছে। বিজেপির এখন হাতে একটাই অস্ত্র তৃণমূলকে দুর্নীতির হাতিয়ারে জধ করা। আর বিজেপির সেই হাতিয়ারকে ভোঁতা করতে ঢাল হিসেবে তৃণমূলের হাতে উঠে এসেছে সিপিএমের পূর্বকীর্তি। তাই তৃণমূলের হেভিওয়েটরা বারবার সিপিএমকে ঢাল করে যুদ্ধে নেমেছে। সিপিএমকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার এটি একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল বিরোধী ভোট ভাগ করার কৌশল নিয়েছে। তাহলে আখেরে লাভ হবে তৃণমূলের। সাগরদিঘির ফলে দেখা গিয়েছে, বিরোধী ভোট এক জায়গায় হতেই হার হজম করতে হয়েছে তৃণমূলকে। এখন যদি সাগরদিঘি মডেল প্রয়োগ করেন বিরোধীরা, তা তৃণমূলের পক্ষ খারাপ। তাই সিপিএমকে নিশানা করে, তাদের সময়কার কালো দিনের কথাও মনে করে দেওয়া হচ্ছে।

আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বলছেন, তৃণমূল আসলে সিপিএমকে চাইছে বিরোধী হিসেবে। বিজেপিকে গৌণ করে সিপিএমকে মুখ্য করার উদ্যোগ নিয়েছে তারা। তাই বিজেপিকে নিশানা করা করে এখন সিপিএমকে নিশানায় রাজ্যে লাল পার্টির পুনরুত্থান ঘটানো তাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের ফল হতে পারে এই অভিমুখ বদল।

প্রতাপপুর দরবার শরিফ ইফতার মজলিসে পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান-সহ বিশিষ্টরা।

ঐতিহ্যগত পরম্পরায় মানুষের মনে স্থান প্রতাপপুর দরবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতাপপুর দরবার শরিফ। সুফিবাদের অন্যতম পীঠস্থান এই দরবার। পশ্চিমবাংলায় সুফিবাদ চর্চার যত জনপদ রয়েছে, প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে প্রতাপপুর দরবার শরিফ অন্যতম। হজরত ওয়াদি দিওয়ান জাফর শাহ রহ. এক সময় সুফিবাদের চর্চাক্ষেত্র এই দরবার শরিফটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দেখানো পথ ধরে আজও এই দরবারের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন দরবারের বর্তমান পির হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। আর এই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

প্রতাপপুর দরবার শরিফের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা অবিদিত নয়। পাশাপাশি ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের নেতৃত্বে দরবার শরিফের অন্দরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে একদিক থেকে দেখতে গেলে সুফিবাদের যে মূল উদ্দেশ্য, তাকে আজও ধারণ করে যেভাবে এগিয়ে চলেছে প্রতাপপুর দরবার শরিফ, তা শুধু বিরলই নয়, ব্যতিক্রমীও বটে। তবে শুধু সুফিবাদের চর্চা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিমণ্ডল তৈরিই নয়, এর পাশাপাশি এই দরবার শরিফের মাধ্যমে বহুমুখী সামাজিক সেবামূলক কাজের তাগিদ দেওয়া হয় নিয়মিত। আর সেই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য দরকার একটি সুসংগঠিত সংগঠনের। অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সেই দায়িত্বও পালন করে চলেছে হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। বর্তমানে যার চালক যুব সমাজের আইকন তথা বাংলার বীর সেনানী সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

আগেই বলেছি, প্রতাপপুর দরবার শরিফকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর নানামুখী কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িয়ে রাখেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। দরবার শরিফের অন্দরে অবস্থিত মসজিদুল আনোয়ার এমনই এক তীর্থভূমি যেখানে প্রতি জুম্মাবারে বিপুল মানুষের সমাগম ঘটে। পবিত্র রমজান মাসে এই জন সমাগম এতটাই বেড়ে যায় যে, সমগ্র দরবার শরিফ চত্বর গম গম করতে থাকে এক মাস ধরে। প্রতিদিন তারাবিহর নামাজে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন মসজিদুল আনোয়ারে। নামাজ আদায়ের পাশাপাশি জনমানবের মহা মিলনের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয় এই দরবার শরিফ।

প্রথম তারাবিহতে আগত মেহমানদের জন্য বিশেষ তোহফার ব্যবস্থা থাকে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে প্রায় প্রতি বছরই নিয়ম করে নামাজিদের হাতে এই তোফা তুলে দেন আইমার সদস্যরা। এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রমজানুল মুবারকের প্রথম তারাবিহর নামজের পরে আগত সকল মেহমানদের বিশেষ তোফা পেলেন আইমার পক্ষ থেকে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে সংগঠনের কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে ধন্যবাদ জানান আগত মেহমানরা। সেইসঙ্গে প্রতাপপুর দরবার শরিফের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য হুজুর কেবলা এবং ভাইজানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁরা। এইভাবেই ধারাবাহিক পরম্পরায় প্রতাপপুর দরবার শরিফের কর্মকাণ্ড আইমার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে।

রক্ত দিয়ে গর্ভবতী মহিলার পাশে রহমতনগর আইমার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলার ঠিক লাগোয়া প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা। প্রতাপপুর দরবার শরিফের সঙ্গে এই রাজ্যের একটা আলাদা যোগসূত্র রয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে এই রাজ্যের সঙ্গে বাংলার যতই দূরত্ব থাকুক না কেন, মনের দূরত্ব ঘুচে গিয়েছে সেই কবেই। কারণ, প্রতাপপুর দরবার শরিফে সুফিবাদের যে চর্চা চলে তা শুধু বাংলার মানুষকেই মুগ্ধ করেনি, একইসঙ্গে মন জয় করেছে ভিন রাজ্যের দরবারপ্রেমী মানুষদেরও। সেই সূত্র ধরেই ওড়িশার বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক ইউনিট। রহমতনগর আইমা সংগঠনের তেমনই একটা ইউনিট। যে ইউনিটের সদস্যরা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল

আমিন ভাইজানের নির্দেশে সমাজসেবার কঠিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রহমতনগর আইমা ইউনিটের কাজের ফিরিস্তি বলে শেষ করা যাবে না। কারণ, প্রতিদিনই নিয়ম করে সাধারণ মানুষের যে কোনও প্রয়োজনে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন এই ইউনিটের সদস্যরা। এবার যেমন দাঁড়ালেন গর্ভবতী এক মহিলার পাশে। কিছুদিন আগেই গর্ভবতী ওই মহিলাকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিন্তু ক্রমেই তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে। দেখা দেয় রোগীর প্রাণ সংশয়। এমতাবস্থায় তাঁকে বাঁচানোর জন্য দরকার পড়ে রক্তের। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রক্ত দেওয়ার কঠিন কাজটি করেন রহমতনগর আইমা ইউনিটের কয়েকজন কর্মী। মহিলার জীবন বাঁচাতে পেরে তাঁরা যার পর নাই আপ্লুত। অন্যদিকে নতুন জীবন ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে মহিলার কণ্ঠে। তিনি ধন্যবাদ জানান রহমতনগর আইমা ইউনিটের রক্তদাতা সদস্যদের। তাছাড়া আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতিও নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ওই মহিলা।

হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমার উদ্যোগে রোজাদারদের ইফতারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পবিত্র রমজান মাসে সবাই চায় একটু বেশি করে দান বা সদকা করতে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্যান্য মাসের তুলনায় এই মাসে যে কোনও ভালো কাজের জন্য সত্তর গুণ বেশি সওয়াব দান করেন তাঁর বান্দাদের। এই মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। ফলে মানুষের ভালো কাজের পরিমাণ বেড়ে যায়। আল্লাহপাকের ইবাদতে মশগুল থাকে সারা মুসলিম উম্মাহ। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। তাছাড়া আল্লাহপাক আরও জানিয়েছেন, এই পবিত্র রমজান মাসে কেউ যদি একজন রোজাদারকে ইফতারি করান, তাহলে রোজাদারের সমান সওয়াবের অধিকারী হবেন তিনিও। ফলে পবিত্র মাহে রমজানে সকলেই চান রোজাদারের মুখে ইফতার তুলে দিয়ে অশেষ সওয়াব হাসিল করতে। আর এই সওয়াবের কাজ যদি হয় সংগঠিতভাবে তাহলে তার জন্যও রয়েছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে পুরস্কার।

হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের ব্যবস্থাপনায় এবার সেই মহৎ কাজটিই শুরু হল পূর্ণ উদ্যমে। শুধুমাত্র আল্লাহপাককে রাজি-খুশি করার উদ্দেশ্যেই পথ চলতি রোজাদারদের জন্য ইফতারির ব্যবস্থা করলেন আইমার এই ইউনিটের সদস্যরা। তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ১লা রমজান থেকে পুরো এক মাস পথ চলতি রোজাদারদের জন্য ইফতারির ব্যবস্থা করা হবে। হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রসংশাধন্য হয়েছে। যদিও তাঁরা একবাক্যে দাবি করেছেন, এই উদ্যোগ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খুশি করার জন্যই। কারণ, এই পবিত্র মাসকে আল্লাহপাক মুসলিম উম্মাহকে দান করেছেন বেশি বেশি করে তাঁর ইবাদত করার জন্য। সেই কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থাপনা বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

সাঁকরাইল-সারেঙ্গা অঞ্চল আইমার পর্যালোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন বরাবরই মহিলাদের বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে আসছে। সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটে তাঁদের একাধিক কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রধানত, মহিলাদের মধ্যে সংগঠনের প্রসার ঘটানোর জন্য আইমার মহিলা কর্মীদের দায়িত্ব থাকে। ফলে তাঁদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময় একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন আইমার নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে এবার হাওড়া জেলা সম্মেলনের আগে জেলার অন্তর্গত সাঁকরাইল সারেঙ্গা অঞ্চল আইমার মহিলা সদস্যদের নিয়ে একটি প্রস্তুতিসভা সম্পন্ন হয়ে গেল। আগামীদিনে শুরু হতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের হাওড়া জেলা সম্মেলন। আইমার হাওড়া জেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে তাই এই সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক পর্যালোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন আইমার প্রমীলা বাহিনীর একাধিক সদস্য। বিশেষ করে এই প্রস্তুতিসভায় প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের মা-বোনেদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁরা তাঁদের মূল্যবান মতামত জানান এদিনের প্রস্তুতিসভা থেকে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমার কর্মীদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করেন এদিনের সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

বেলডাঙা আইমার মাসিক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিটের মাসিক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রমজানের শুরুতেই। রমজান মাসে কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা উঠে আসে এদিনের সভা থেকে। উল্লেখ্য, শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভ করে পবিত্র রমজান মাসের আগেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। তাঁর কুশল কামনা করে এবং তাঁর নেক হায়াত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহপাকের কাছে দোয়ার আয়োজনও করা হয় এদিনের সভা থেকে। আলোচনাসভা থেকে এদিন কয়েকজন নতুন সদস্য আইমার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙা আইমার সম্পাদক হাজিকুল আলম সহ ওই ইউনিটের আইমার নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

তমলুকের নিমতলা বাজারে আইমার রাজনৈতিক পর্যালোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েতে নির্বাচন শিয়রে। এদিকে রমজান মাস চলছে। রমজান হল ইবাদতের মাস। ফলে গোটা মাসজুড়ে আইমার কর্মীরা সাধারণত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতেই নিজেদের মশগুল রাখেন। কিন্তু তার মধ্যেও থেমে থাকে না আইমার কাজ। তাই রমজানের আগেই গত ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার তমলুক ব্লকের নিমতলা বাজারে যুবকদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন।

আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা আগেই ঘোষণা করেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সেই মোতাবেক জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। আইমার কর্মীরা সংগঠন মজবুত করার কাজে লেগে পড়েছেন অনেক আগে থেকে। সংগঠনের ফাঁকফোঁকরগুলো মেরামত করার জন্য নানা সময়ে তাঁরা আলোচনায় বসছেন। গত ২৩ মার্চ তমলুক ব্লকের নিমতলা বাজারে অনুষ্ঠিত হওয়া রাজনৈতিক পর্যালোচনাসভা সেই প্রক্রিয়ারই অংশ বলে জানা গিয়েছে। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেব ছাড়াও তমলুক ব্লক আইমার সদস্যরা। এদিনের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আমজনতাকে স্বস্তি দিয়ে প্রতাপপুর দরবার শরিফে 'ওয়াদি হাট'

নিজস্ব প্রতিনিধি: রমজান মাস আসলেই যেন একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর পোয়াবারো। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে, কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করেই হু হু করে তারা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে এই সময় ইফতারিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ফলমূলের দাম থাকে আকাশ ছোঁয়া। অথচ এ ব্যাপারে সরকারের কোনও হেলদোল দেখা যায় না। নিত্য দিনের বাজারে নজরদারির জন্য গঠন করা হয় না কোনও টাস্কফোর্স। ফলে দালাল-ফোড়েদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ রোজাদার মুসলিমদের নাভিশ্বাস ওঠে। এবার এই কঠিন অবস্থা থেকে রোজাদারদের কিছুটা সুরাহা দিতে 'ওয়াদি হাটে'র সূচনা করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের নির্দেশে সর্বসাধারণের জন্য স্বল্পমূল্যের এই বাজার বসানো হল প্রতাপপুর দরবার শরিফে। বরকতময় মাস রমজানে এই বরকতময় প্রচেষ্টাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন, এই আশাতেই এমন মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। আইমার এই প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। কারণ, এইভাবে ভাবতে পারাটাও অভিনবত্ব দাবি করতে পারে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই। তাছাড়া রমজান মাসে সামান্য একটু ফল বা ছোলা কিনতেই যদি গাঁটের থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কড়ি খ সে যায় তাহলে সত্যিই তা গায়ে লাগে। সেদিক থেকে কিছুটা সাশ্রয় হলেও সেটা সাধারণ মানুষের জন্য যথেষ্ট স্বস্তির। ফলে আইমার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই।

JGN -BEYOND IMAGINATION-
ZENITH
The Pinnacle of Success
ZENITH INSTITUTE
An Initiative By M. S. C Trust
4/3, Mahatma Gandhi Road, Kolkata - 70009 (Sealdah)
Admission Going On 2022-23
Session for both Residential and Non-residential programmes
WBCS SSC SCHOOL SERVICE IAS/IPS BANK/POLICE
Under the Guidance of : Mehmud Sir & Rahman Sir
For any Academic query : 9007 717 709 / 8697 917 761
zenithmsc@gmail.com
Administrative Contact : 9733 795 144

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
৮ রমযান ১৪৪৪ হিজরি ○ ৩১ মার্চ ২০২৩ ○ ১৬ চৈত্র ১৪২৯ ○ শুক্রবার

পথের কাঁটা

ভারতীয় রাজনীতিজুড়ে যে অলীক কুনাট্য রঙ্গ শুরু হয়েছে, তাতে দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোটাই ধ্বংসের মুখে পড়েছে। বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে নির্মূল করার এই মোদীয়-কৌশল দেখে অন্তত তেমনটাই মালুম হচ্ছে। সম্প্রতি বিরোধীদের সবচেয়ে বড় মুখ রাহুল গান্ধীকে যেভাবে গুজরাটের একটি নিম্ন আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং তার প্রেক্ষিতে সংসদের সচিবালয় তড়িঘড়ি তাঁর সাংসদ পদ বাতিল করেছে, তাতে আর যাই হোক, সমগ্র ব্যবস্থাটাতে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।

আসলে এই খেলাটা অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়কে টার্গেট করেছিলেন মোদী এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। আরএসএসের অঙ্গুলি হেলনে চলা এই বিজেপির প্রথম এবং প্রধান টার্গেট ছিল বিরোধী কণ্ঠ থামিয়ে দেওয়া। এতদিনে সুচারুভাবে সেই ব্যবস্থা করে ফেলতে সফল হয়েছে বিজেপি।

একটা সময় আমরা দেখেছি রাহুল গান্ধীকে 'পাপ্পু' বলে ব্যাঙ্গ করে চূড়ান্ত অশ্লীল রকমের মজা পেতেন নরেন্দ্র মোদী। পরবর্তীতে সেই নিষ্ঠুর মজা সংক্রামিত হয় গোটা বিজেপি দলটার অন্দরে। তাঁরা ভেবেছিলেন এই পরিকল্পিত মজা হয়তো রাহুল গান্ধীর মনোবল ভেঙে দেবে। কিন্তু না, রাহুল ঋজুতা দেখালেও দেশের একটা বড় অংশের মানুষ এই মজাকে ভালোভাবে নেননি। তাছাড়া রাহুলকে 'পাপ্পু' ডেকে খুব একটা সুবিধাও করতে পারেনি বিজেপি।

সম্প্রতি রাহুলের 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সাফল্য বা জনপ্রিয়তা বিজেপির অন্দরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, এ কথা বোঝা যায় 'ভারত জোড়ো যাত্রা' নিয়ে একের পর এক বিজেপি নেতার রাহুলকে আক্রমণ করা দেখে। অর্থাৎ 'পাপ্পু' নিয়ে মজা যখন পাবলিক খেল না, তখন ঘুর পথে তাঁকে আক্রমণ করার টার্গেট নিয়ে এগোতে হল বিজেপিকে। সেখানেও তারা চূড়ান্ত ব্যর্থ। উল্টে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে 'পাপ্পু'র ক্রেজ। তাহলে উপায়? খুব সহজ। পুরনো মামলা টেনে এনে দমাতে হবে রাহুলকে। নাহলে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সাড়ে সর্বনাশ হতে বিশেষ বাকি থাকবে না। তাই আগামী আট বছর যদি রাহুলের রাজনৈতিক জীবনকে থামিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই কেল্লাফতে। এক ঢিলে দুটো পাখি মারা হল। এক, রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করে দেওয়া গেল। দুই, বিরোধীদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে পরবর্তী কয়েক বছর নিশ্চিন্তে রাজত্ব করার রাস্তাও পাকা হল।

মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চূড়ান্ত অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' গৌতম আদানি। তাঁর গোষ্ঠীর একের পর এক শেয়ারে পতনের জেরে বিশ্বের প্রথম সারির ধনীদের তালিকা থেকে অনেকটাই নীচে নেমে গেছেন আদানি। আদানির বেনিয়ম নিয়ে নিয়মিত মুখ খুলছেন রাহুল গান্ধী। তাছাড়া যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করে আদানিদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করার জন্য চাপ দিচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। আর এখানেই গোলটা বেধেছে। চোরের বন্ধুকে যদি বলা হয় চোরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে, তাহলে তা কতটা ফলপ্রসূ হবে? অতএব যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন দূর অস্ত, উল্টে নিজেদের অপরাধ গোপন করার জন্য রাহুল ব্রিটেনের পার্লামেন্টে কী বলেছেন তা নিয়ে হইচই করে বার বার মুলতুবি করে দেওয়া হচ্ছে লোকসভার অধিবেশন। এটা সরকার চলছে, না সার্কাস?

এখানে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার। যে কোনওভাবে রাহুল গান্ধীকে সংসদীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। তাঁর জনপ্রিয়তাকে ভয় পাচ্ছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। তাই তাঁকে আটকানোর জন্যই আইনের দোহাই দিয়ে এই কৌশলের অবতারণা। দেশের ৩০ শতাংশ মানুষের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আসা বিজেপি খুব ভালোভাবেই বুঝে গেছে যে বাকি ৭০ শতাংশ মানুষ তাদের ঘোর বিরোধী। ফলে এই ৭০ শতাংশ মানুষকে এককাট্টা করতে চাওয়া রাহুল গান্ধীকে সরিয়ে দিয়ে পথের কাঁটা সাফ করার নোংরা খেলায় মেতেছে তারা।

• • • • • •

ইউক্রেন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'নতুন ইসরায়েল?'

বর্তমানে আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে বৈশ্বিক আধিপত্যবাদের প্রতিযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিনির্ধারকরা সেভাবেই ভাবছেন, প্রবেশ করেছেন আধিপত্য বিস্তারের এক নতুন প্রতিযোগিতায়। তাঁদের দৃষ্টিতে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চিন, তারপরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া। চিনকে মোকাবেলার জন্য ইন্দো-প্যাসিফিকি স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়াকে মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত উপলক্ষ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইউক্রেন। ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে একদিকে যেমন রাশিয়ার অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে দুর্বল হচ্ছে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাববলয়।

মাহবুব মাসুম

গত বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ইউক্রেনে শুরু হয় রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান। সামরিক অভিযান শুরুর সময় মনে হয়েছিল, রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতা আর কৌশলগত দক্ষতার কাছে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ইউক্রেনে প্রতিষ্ঠিত হবে রাশিয়ার আধিপত্য। কিন্তু, এক বছর পরেও ইউক্রেনে রাশিয়া কাঙ্ক্ষিত সামরিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, কিয়েভে এখনও রয়েছে জেলনস্কির নেতৃত্বাধীন সরকার। রাশিয়ার আক্রমণের মুখেও ইউক্রেনের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার সুযোগ হয়েছে ইউক্রেনের প্রতি পাশ্চাত্যের নিরঙ্কুশ সমর্থনের কল্যাণে।

যুদ্ধের এক বছর পূর্তির সপ্তাহখানেক আগেই কিয়েভ সফর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন আগামী দিনগুলোতেও ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা। যুদ্ধের এক বছর পূর্তির দিনে ইউরোপীয় মিত্রদের কাছ থেকে পেয়েছে বহু কাঙ্ক্ষিত লেপার্ড টু ট্যাংকের চালান। পাশ্চাত্যের দেশগুলোও আগামী দিনগুলোতে ইউক্রেনকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে।

ইউক্রেন কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ? ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান শুরুর প্রেক্ষাপটই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বগুলো পরিষ্কার করে দেয়। রঙিন বিপ্লবের প্রভাব গত এক দশক ধরেই ইউক্রেনে পরিষ্কার। সে দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি চাইছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি আর মূল্যবোধের অংশ হতে। ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছে গণতন্ত্র আর মুক্তবাজার অর্থনীতি। ফলে এই মূল্যবোধগুলোকে কেন্দ্র করেই ইউক্রেন ন্যাটো আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চেয়েছে। আবার, রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের এই স্তম্ভগুলোকে ধারণ করেই যুদ্ধ করছে ইউক্রেনীয়রা। ইউক্রেনের যোদ্ধারা চায় না ইউক্রেনে রাশিয়ার মতো কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হোক।

ইউক্রেনীয় নাগরিকদের মধ্যেই এই আদর্শিক অবস্থান ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাচারাল অ্যালাই' হিসেবে পরিণত করেছে, রাজনৈতিক স্বার্থ আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইউক্রেন হয়ে উঠেছে নির্ভরযোগ্য মিত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সেক্রেটারি মার্শাল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হেনরি এস. ট্রুম্যানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক না গড়তে। হেনরি এস. ট্রুম্যান তখন মার্শালের পরামর্শকে উপেক্ষা করে যে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, পর্যায়ক্রমে সেটি স্থায়ী মিত্রতায় রূপ নেয়। ট্রুম্যানের এই পদক্ষেপের পেছনে আমেরিকান জনগণের জনমতের চাপ ছিল, চাপ ছিল পশ্চিমাদের মতো মোড়লদেরও। পরবর্তী দশকগুলো ইসরায়েল নিরঙ্কুশ সমর্থন পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে, পেয়েছে বিপুল প্রতিরক্ষা সহযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থেই আধুনিক হয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।

বর্তমানে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের মুখে একই রকমের সমর্থন পাচ্ছে ইউক্রেন। ইউক্রেনে সামরিক সহযোগিতার পক্ষে জনমত রয়েছে বেশিরভাগ আমেরিকান নাগরিকের। বিভিন্ন পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী গ্রুপও সমর্থন দিচ্ছে ইউক্রেনের প্রতিরোধ যুদ্ধকে। ফলে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়া একটি বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাইডেনের কিয়েভ সফরও হয়েছে জনমতকে সামনে রেখেই। ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতার ব্যাপারে বাই-পার্টিজান ঐক্যমত্য দেখা গেছে, আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের অব্যবস্থাপনা থেকে নিজের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করেছে ইউক্রেন যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত প্রতিরক্ষা খাত। গ্রেট ডিপ্রেশন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে আসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো অস্ত্রশিল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সেই অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তরাষ্ট্র আর বেরিয়ে আসতে পারেনি, অস্ত্র আর যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। অর্থনীতিকে সচল রাখতে প্রতিরক্ষা শিল্পে নতুন নতুন ক্রেতা দেশের প্রয়োজন হয়। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যেমন প্রতিরক্ষা শিল্পকে সচল রাখতে পারছে, অন্যদিকে ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। যুদ্ধের ফলাফলের উপরই নির্ভর করে, অস্ত্রের ক্রেতা দেশগুলো কোন দেশ থেকে অস্ত্রের ক্রয়াদেশ দেবে নিজেদের করদাতাতের অর্থ নিয়ে।

বর্তমানে আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে বৈশ্বিক আধিপত্যবাদের প্রতিযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিনির্ধারকরা সেভাবেই ভাবছেন, প্রবেশ করেছেন আধিপত্য বিস্তারের এক নতুন প্রতিযোগিতায়। তাঁদের দৃষ্টিতে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চিন, তারপরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া। চিনকে মোকাবেলার জন্য ইন্দো-প্যাসিফিকি স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়াকে মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত উপলক্ষ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইউক্রেন। ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে একদিকে যেমন রাশিয়ার অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে দুর্বল হচ্ছে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাববলয়।

'নতুন ইসরায়েল!' ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে, গড়ে তোলা হয়েছে যে কোনও আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সক্ষমতা নিয়ে। পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলোও একইভাবে সমর্থন জুগিয়ে গেছে ইসরায়েলকে। বর্তমানের পশ্চিমা সরকারগুলোতে ইসরায়েলের সমর্থক আছেন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে মানুষ যত ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলের বৈষম্যমূলক আচরণ দেখেছে, ইহুদিদের নিপীড়ন দেখেছে, ইসরায়েলের প্রতি মানুষের সমর্থন ততই কমেছে। মানুষের সমর্থনের শূন্যস্থান বর্তমানে পূরণ করছে ইউক্রেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান।

মধ্যপ্রাচ্যে অনেক নির্ভরযোগ্য মিত্র থাকার পরেও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় ইসরায়েলকে প্রয়োজন হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের ক্ষেত্রেও, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিশ্বাসযোগ্য মিত্র থাকার পরেও, যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ তৈরি করছে, যেখানের নীতিনির্ধারণী পরিসরে হস্তক্ষেপের সরাসরি সুযোগ থাকবে। যে কোনও যুদ্ধের প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব পরিসরে ইউক্রেনের মধ্যে প্রভাব রাখতে চাইবে, যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় থাকবে ইউক্রেনের মাধ্যমে ক্রিমিয়া পুনরায় দখল করার লক্ষ্যও। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দর ইউক্রেন দখল করতে পারলে ভূরাজনৈতিকভাবে রাশিয়াকে আরও কোণঠাসা অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

ইউক্রেন সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন ইসরায়েল হয়ে উঠছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইহুদি বলে নয়, ইউক্রেনের মানুষের মূল্যবোধের জন্য, ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য।

সূরা বাকারার শেষ দু আয়াতের ফজিলত

সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত, অর্থাৎ ২৮৫ ও ২৮৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করার অনেক উপকারের কথা সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। শেষ আয়াতে অত্যন্ত জরুরি কয়েকটি দোয়া রয়েছে। এসব দোয়া কবুল হওয়ার ওয়াদাও করা হয়েছে।

বিশ্বনবি সা. একদিন বললেন, "এইমাত্র আকাশের একটি দরজা খোলা হয়েছে। এর আগে কখনও এই দরজাটি খোলা হয়নি।"

এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করছেন। এর আগে তিনি কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। এই ফেরেশতা রসুলুল্লাহ সা.-কে সালাম করে বলেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করুন আপাদমস্তক দুটি নূরের, যা আপনার আগে কোনও নবিকে দেওয়া হয়নি।"

■ ফাতেহাতুন কিতাব অর্থাৎ সূরা ফাতেহা
■ সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত।

উভয় আয়াতে দোয়া আছে। আল্লাহর উসিলা করে,আপনি এসব দোয়ার যে অংশই পাঠ করবেন আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই রহমত দান করবেন, অর্থাৎ কবুল করা হবে। (সহীহ মুসলিম)

রাতের বেলা ঘুমানোর আগে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করলে তাহাজ্জুদ নামাজের সমান সওয়াব পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতের বেলা সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে সেটা তার জন্য যথেষ্ঠ হবে।" (বুখারি ৫০১০, মুসলিম ৮০৭।)

হজরত আবু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে পাঠ করবে, তার জন্য এ দুটি আয়াত যথেষ্ট হবে।" অর্থাৎ সারারাত সে জ্বিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং প্রতিটি অপ্রিয় বিষয় থেকে তাকে হেফাজত করা হবে। (সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম)

আয়াত ২৮৫ এর অর্থ

রসুল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনও তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আয়াত ২৮৬ এর অর্থ

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী কোরো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কোরো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ওই বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো। আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে করো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবাইকে পবিত্র কোরান শরিফের এই বরকতময় সম্মানিত আয়াত পাঠ এবং আমল করার তাওফিক দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সব মুসিবত, বিপদ-আপদ, রোগ-শোক অতিক্রম করে শান্তিময় ও সুখের জীবনলাভে ধন্য করুন। আমিন।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

মোঘল সম্রাট আকবরের উদার ধর্মনীতি ও দীন-ই- ইলাহি

আশাতীত পার্থিব সাফল্য যাবতীয় অর্জন করেছিলেন আকবর। তার মূলে ছিল তাঁর উদার মনোভাব এবং গভীর ধর্মজ্ঞান। সেই কারণেই তিনি সর্বপ্রকার গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর স্বাভাবিক আনুগত্য লাভ করে একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর মতে কল্পনা শক্তির দ্বারাই নিরাকারকে অনুমান করা যায়। তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে পরমধর্মসহিষ্ণুতাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে আধুনিকতার অগ্রদূত হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকবর্গের মধ্যে আকবরই যে সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন ও পরধর্মমত-সহিষ্ণুতার প্রবর্তক হয়ে উঠেছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি রাজনীতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করেন এবং রাষ্ট্রকে উলেমাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভারতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট হন।

রাষ্ট্র গঠনে আকবরের উদার ধর্মনীতির মূলে বিভিন্ন প্রভাব কার্যকর ছিল। প্রথমত; নিজ বংশধারা ও মাতা হামিদা বানু বেগম এবং কাবুলে অবস্থানকালে সুফী পণ্ডিতদের সংস্পর্শ ও গৃহশিক্ষক আবদুল লতিফের প্রভাব তাঁর মনে উদারতার বীজ বপন করে।

দ্বিতীয়ত; রাজপুত মহিষীদের প্রভাব এবং শেখ মুবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈজী ও আবুল ফজল-এর সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

তৃতীয়ত;বিভিন্ন ধর্মমতের প্রচারকদের নিবিড় সাহচর্যে তাঁর চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া, বলা যায় যে, ষোড়শ শতক হল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের যুগ। ভক্তি আন্দোলন ও সুফী মতবাদ এই যুগে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

ধর্মচিন্তার বিবর্তন- ইবাদতখানা

প্রথম জীবনে তিনি নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান ছিলেন। শেখ মুবারক ও তাঁর দুই পুত্রের সংস্পর্শে এসে তিনি যুক্তিবাদী মুসলিমে পরিণত হন এবং ১৫৭৫ খ্রিস্টাধে ফতেপুর সিক্রীতে তিনি 'ইবাদখানা' নির্মাণ করে ধর্ম ও দর্শনের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেন। প্রথমদিকে সেখানে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম নিয়েই আলোচনা হত কিন্তু সম্রাট এতে

সন্তুষ্ট হতে না পেরে সেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মজ্ঞানীদের আহ্বান জানান। এই সব ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিলেন হিন্দু পণ্ডিত পুরুষোত্তম ও দেবী, জৈন প্রচারক হরিবিজয় সুরী ও বিজয়সেন এবং জেসুইট ধর্মযাজক ফাদার একোয়াভাইভা ও মনসেরেট। এই সব ধর্মজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গোঁড়া ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর এক এবং সকল ধর্মের মূলকথা এক ও অভিন্ন।

আকবরের উপলব্ধির কারণ

ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী আকবরের এই নতুন উপলব্ধির পশ্চাতে দু'টি কারণ দেখেছেন। প্রথমত; তিনি উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু-প্রধান ভারতে সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। দ্বিতীয়ত;সম্ভবত তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, গোঁড়া মুসলিমদের হাতে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। হয়তো এই কারণে গোঁড়া উলেমাদের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরে সরিয়ে রাখা ও উদার মতাবলম্বী পার্শ্বচর দ্বারা পরিবৃত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তথাকিত অভ্রান্ত নির্দেশনামা

এর ফলে ১৫৭৯ খ্রিস্টাধে তিনি ফতেপুর সিক্রীর মসজিদের ইমামকে সরিয়ে দিয়ে নিজে উপাসনা পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং এক 'মাজাহার' বা নিদর্শনামা জারী করে বলেন যে, তিনিই হলেন 'ইমাম-ই-আদিল' অর্থাৎ ঐস্লামিক আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকার এবং সাম্রাজ্যের সর্বপ্রকার জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ের প্রধান। তিনি জানান যে, ইসলাম ধর্ম ও কোরানের কোন ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ঐতিহাসিক স্মিথ এই ঘোষণাপত্রটিকে 'অভ্রান্ত নির্দেশনামা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন যে, এই ঘোষণাপত্র জারির দু-এক বছরের মধ্যে আকবর ইসলাম-বিরোধী হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য, স্মিথের এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন তথ্য পাওয়া যায় না বরং বলা যায় যে, উলেমাদের প্রভাব খর্ব করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য।

দীন-ই-ইলাহী

১৫৮২ খ্রিস্টাধে ধর্মচিন্তার বিবর্তনে তিনি শেষ স্তরে উপনীত হয়ে 'দীন-ই-ইলাহী নামে এক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমতের প্রবর্তন করলেন। সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে এই ধর্মমত গঠিত এবং এই ধর্মমতে কোন সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধ বিশ্বাস, দেবতা, দেব-মন্দির, পুরোহিত বা ধর্মগ্রন্থের স্থান ছিল না; স্বয়ং সম্রাটই ছিলেন এর প্রবক্তা এবং যে-কোন মানুষ এই ধর্মমত গ্রহণ করতে পারত। নবপ্রচারিত এই ধর্মমত এত বেশি তাত্ত্বিক ছিল যে, কেবলমাত্র আঠারো জন বিশিষ্ট মুসলিম ও একজন বিশিষ্ট হিন্দু বীরবল এই ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং আকবরের মৃত্যুর সঙ্গেই এই ধর্মমতেরও সমাধি রচিত হয়।

মূল্যায়ন

ঐতিহাসিক স্মিথ-এর মতে, এই নবধর্মমত আকবরের বুদ্ধিহীনতার স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। বলা বাহুল্য, স্মিথের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধর্মমত ছিল এক ধরনের ভারতীয় ধর্ম এবং আকবর ছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় নেতা। তাঁর আদর্শ ছিল 'সুলএ-কুল' বা সকল ধর্মের সারসমন্বয় করে একটি জাতীয় ধর্ম গড়ে তোলা।' ডঃ ত্রিপাঠী-র মতে দীন-ই-ইলাহী এমন এক আদর্শ স্থাপন করে যাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও জনগণ একটি সাধারণ বেদীতে মিলতে পারে। এটি সম্রাটের সিংহাসনে একটি আধ্যাত্মিক জ্যোতির্বলয় রচনা করে নিঃসন্দেহে আকবরের হাতকে শক্তিশালী করে। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ যথেষ্ট পরিমাণে স্তিমিত হয়, রাষ্ট্রকার্যে উলেমা ও মোল্লাদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব হয় এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সম্রাটের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রকৃতি

বিপদ অপেক্ষা ভারতের উপগ্রহচিত্রে আতঙ্কের তালিকায় ১৪৭ জেলা

জোশীমঠের থেকেও বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে ভারতে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল উপগ্রহ চিত্রে। উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা ছাড়া জম্মু-কাশ্মীর ও হিমাচলেও ঘটতে পারে বড় বিপদ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো সম্প্রতি এমনই এক উপগ্রহ চিত্র প্রকাশ করেছে। ইসরোর উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়েছে, জোশীমঠের মতো কিংবা তার থেকেও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে উত্তরাখণ্ডেরই দুই জেলা রুদ্রপ্রয়াগ ও তেহরি গাঢ়ওয়ালে। এমন ধসপ্রবণ ১৪৭টি জেলাকে চিহ্নিত করেছে ইসরো। তার মধ্যে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচলের পাহাড়ি এলাকা।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং সেন্টার এবং ইসরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ভারতে ৮০ হাজারেরও বেশি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ২০১৩ সালে কেদারনাথে সাংঘাতিক ভূমিধস হয়েছিল। আর এবার জোশীমঠে ভূমিধসও সাংঘাতিক রূপ নিয়েছিল। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং সেন্টারের রিপোর্ট বলছে, ২০০২ সালের জুলাই থেকে ২০২২-এর মার্চ পর্যন্ত উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে ভূমি ধসের প্রবণতা। বিগত তিন বছর ধরেই যে ভূমিধস চলছে, তা জানা গিয়েছে এই রিপোর্টে। এই রিপোর্টে যোশীমঠের নীচে টেকটোনিক প্লেটের সঙ্ঘর্ষ চলছে অবিরত।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ওই সময় জোশীমঠের আশেপাশের এলাকাতেও ফাটল দেখা দিয়েছিল পাহাড়ে। জোশীমঠের কাছে বদ্রীনাথের জাতীয় সড়কে জেপি থেকে মারওয়াড়ি অবধি রাস্তায় ফাটল ধরেছে। এক থেকে দুই মিটার চওড়া ফাটল দেখা গিয়েছে জাতীয় সড়কের একাধিক অংশে। প্রশাসন অবশ্য এই ফাটল নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই বলে জানিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইসরোর প্রকাশ করা ১৪৭টি জেলার মধ্যে সবথেকে ভূমিধসপ্রবণ জেলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ এবং তেহরি গাঢ়ওয়ালকে। গত দুই দশকে সবচেয়ে বেশি ভূমিধস-আক্রান্ত জেলা হয়েছে এই দুটি। এখানে ১৯৮৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ভূমি ধসের একটি ডেটাবেসও তৈরি করা হয়েছে।

১৪৭টি ভূমিধসপ্রবণ জেলা রয়েছে ১৭টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। বিজ্ঞানীদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশের অবনতি এবং চরম আবহাওয়ার কারণে কয়েক বছর ধরে ঝুঁকিকে আরও তীব্র করেছে। যদিও হিমালয় অঞ্চলের একটি বড় অংশ ভূমিধসপ্রবণ। এর ফলে উত্তরে তীর্থযাত্রার পথ এবং পর্যটন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে। উত্তর-পূর্বের ৬৪টি জেলাও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। কেরালার মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলিও আছে এই তালিকায়।

‘জয় শ্রীরাম’ না-বলায় ইমামকে বেধড়ক মার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিতে অস্বীকার করায় মহারাষ্ট্রের জালনা জেলার একটি মসজিদের ইমামের ওপর অজ্ঞাত ব্যক্তিরা হামলা চালায়। জ্ঞান ফেরার পর তিনি বুঝতে পারেন তাঁর দাড়ি কেটে ফেলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের আনওয়া গ্রামের একটি মসজিদে নামাজের নেতৃত্ব দেওয়া একজন ইমামকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা আক্রমণ করে। তারা মসজিদে প্রবেশ করে এবং ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিতে অস্বীকার করায় ইমামকে মারধর করে। ইমাম, জাকির সাইদ খাজা জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি যখন মসজিদের ভিতরে বসে কোরান পাঠ করছিলেন তখন ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা মুখে কাপড় বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করে এবং ইমামকে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে বাধ্য করে। ইমাম তা করতে অস্বীকার করলে তিনজন ব্যক্তি তাকে মসজিদের বাইরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। ইমাম বলেন, হামলাকারীরা তাকে অজ্ঞান করার জন্য রাসায়নিক মাখানো কাপড় ব্যবহার করে। জ্ঞান ফেরার পর তিনি বুঝতে পারেন তাঁর দাড়ি কেটে ফেলা হয়েছে।

রাত ৮টা নাগাদ লোকজন নামাজের জন্য মসজিদে আসলে আক্রান্ত ইমামকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তারা দ্রুত সিলোদের একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় তাঁকে। পরে তাঁকে ঔরঙ্গাবাদের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর পুলিশ আনোয়া গ্রামে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ভোকারদানের পারধ থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ৪৫২, ৩২৩ এবং ৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক আবু আসিম আজমিও সোশ্যাল মিডিয়ায় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

‘কাপুরুষ-অহংকারী’, রাহুল সাংসদ পদ হারাতেই মোদীকে আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হতেই ফুঁসে উঠলেন বোন প্রিয়াঙ্কা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কড়া সমালোচনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে ‘কাপুরুষ’ ‘স্বৈরাচারী’ ও ‘অহংকারী’ বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ক্ষমতা থাকলে বিজেপি সরকার তাঁকে জেলে নিয়ে যাক বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন প্রিয়াঙ্কা। মোদী পদবি নিয়ে মানহানি মামলায় দু’বছরের জেলের সাজা হতেই রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে দেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। প্রতিবাদে রবিবার দিল্লিতে রাজঘাটে সত্যাগ্রহর ডাক দিয়েছে কংগ্রেস।

এদিন প্রতিবাদ মঞ্চে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, “ক্ষমতার পিছনে লুকিয়ে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী, অহংকারী রাজাকে জনতা দেয়।” দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিতেই এই বিষয়টি রয়েছে বলে দাবি করেন সোনিয়া-কন্যা। এর পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরাচারী বলে আক্রমণ শানান তিনি। তোলেন আদানি প্রসঙ্গও। প্রিয়াঙ্কা বলেন, “সরকার শুধু একজন শিল্পপতিকেই বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কে এই আদানি? কেন তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে?”

আর এই ইস্যুতে রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তুলতে চাওয়ায় তাঁর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে বলে দাবি করেন প্রিয়াঙ্কা। “সরকারের কাছে কোনও উত্তর নেই। নজর ঘোরাতে তাই রাহুল গান্ধীকে নিশানা করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।” এদিনের সভায় বলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। মোদী পদবি নিয়ে হওয়া মানহানি মামলাটি নিয়েও এদিন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি বলেন, “মাঝে মাঝে হাসি পায়। সুরাতে যিনি মামলা করলেন, তিনি নিজেই এক বছরের জন্য স্থগিতাদেশ চেয়েছিলেন। যেই আদানি ইস্যুতে রাহুল প্রশ্ন করা শুরু করলেন, এক মাসের মধ্যে বিচার হয়ে গেল। সাজাও দিয়ে দিল আদালত।”

এর পাশাপাশি ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কর্মসূচির উল্লেখ করেন তিনি। “স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে এক জোট করতে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হেঁটেছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর এই কর্মসূচিতে পা মিলিয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। অথচ অভিযোগ তোলা হল, তিনিই নাকি বিদেশে গিয়ে ভারতের অপমান করেছেন। রাহুল কি কখনও ভারতের অপমান করতে পারেন?” প্রশ্ন তোলেন প্রিয়াঙ্কা। ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কর্মসূচিতে বিজেপি রীতিমতো ভয় পেয়েছে বলেও উল্লেখ করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। “গণতন্ত্রের অর্থ হল প্রশ্ন করার অধিকার। সেটাই বর্তমান সরকার ছিনিয়ে নিয়েছে। উলটে মিথ্যে রটানো হচ্ছে। হাভার্ড আর কেমব্রিজে পড়াশোনা করেছেন রাহুল। অথচ তাঁকে পাপ্পু বলে সম্বোধন করা হয়েছে।” সত্যাগ্রহ মঞ্চে বলেন প্রিয়াঙ্কা। দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে কংগ্রেস যে লড়াই চালিয়ে যাবে সেকথাও মনে করিয়ে দেন প্রিয়াঙ্কা। “স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে কংগ্রেস। এবার স্বাধীনতা পেতে লড়াই করব আমরা।

লোকসভায় অযোগ্য ঘোষিত রাহুল, নজর রাখছে আমেরিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্কিন বিদেশ দফতরের প্রধান উপ-মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল সোমবার বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল গান্ধীর আদালতের মামলার উপর লক্ষ্য রাখছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে লোকসভা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার তিন দিন পরে, বিরোধী দলগুলি নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ জোরদার করেছে এবং সোমবার ‘গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন’ পালন করেছে।

মার্কিন বিদেশ দফতরের প্রধান উপ-মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল সোমবার বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আদালতের মামলাটির উপর নজর রাখছে। তিনি আরও যোগ করেছেন, ভারতের মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সহ গণতান্ত্রিক নীতি এবং মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে দুই দেশের অংশিদারিত্বের অঙ্গীকারে ভারতের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বেদান্ত প্যাটেল বলেন, “আইনের শাসন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা যে কোনও গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। আমরা ভারতীয় আদালতে মিস্টার গান্ধীর মামলা দেখছি এবং আমরা আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সহ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারে ভারত সরকারের সঙ্গে জড়িত।” তিনি আরও বলেন, “আমাদের ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততার মধ্যে, আমরা আমাদের উভয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার চাবিকাঠি হিসাবে গণতান্ত্রিক নীতির গুরুত্ব এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সহ মানবাধিকার সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছি।”

এক প্রশ্নের জবাবে প্যাটেল বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে এমন যেকোনও দেশে বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য স্বাভাবিক এবং আদর্শ। রাহুল গান্ধীকে তার ‘কেন সব চোরের উপাধি মোদী’ মন্তব্যের জন্য ২০১৯ সালের একটি ফৌজদারি মানহানির মামলায় ২৩ মার্চ সুরাতের একটি আদালত দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। একদিন পরে, মামলায় দোষীসাব্যস্ত হওয়ার তারিখ থেকে তাকে লোকসভায় অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে লোকসভা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার তিন দিন পরে, বিরোধী দলগুলি নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ জোরদার করেছে এবং সোমবার ‘গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন’ পালন করেছে। বিজেপি সংসদের মধ্যে বিরোধীদের সৃষ্টি করা হট্টগোলের নিন্দা করেছে এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গান্ধীর মন্তব্যকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য কংগ্রেসকে ‘নিম্নমানের রাজনীতি’ করার দায়ে অভিযুক্ত করেছে।

বিলকিস মামলায় চাপে গুজরাত সরকার

হলফনামা তলব শীর্ষ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিলকিস বানো মামলায় গুজরাত সরকারের উপর চাপ তৈরি করল সুপ্রিম কোর্ট। কী কারণে খুন ও ধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তি মুকুবের করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে হলফনামা চেয়ে পাঠাল শীর্ষ আদালত। গুজরাত সরকারের পাশাপাশি এই মামলায় কেন্দ্রকেও নোটিশ ধরালো বিচারপতি কেএম জোসেফ এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্নার বেঞ্চ।

২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গার সময় বিলকিস বানো নামে এক মহিলাকে ধর্ষণ ও পরিবারের সাত জনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয় মোট ১১ জন। ২০০৮ সালে ঘটনায় অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু গত বছর স্বাধীনতার দিবস পালনের দিনে অভিযুক্তদের রেহাই দেয় গুজরাতের একটি আদালত। ধর্ষকদের মুক্তির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ওঠে নিন্দার ঝড়। অভিযুক্তদের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভুক্তভোগী বিলকিস বানো। চ্যালেঞ্জ করা সেই মামলায় সোমবার ছিল শুনানি। অপরাধটি ‘ভয়াবহ’ বলে পর্যবেক্ষণে জানান বিচারপতি কেএম জোসেফ এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্না।

এরপর শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ সাজা শেষের আগে কেন অভিযুক্তদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়ে গুজরাত সরকারকে নোটিশ জারি করে। এই সংক্রান্ত কাগজপত্র শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেন দুই বিচারপতি। আগামী ১৮ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তার আগে সমস্ত নথি জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গুজরাত সরকারকে। সেই সঙ্গে নোটিশ ধরানো হয় কেন্দ্র ও অভিযুক্তদেরও। আবেগ নয়, মামলাটি আইন অনুযায়ী চলবে বলেও পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ।

বিচারপতিরা জানিয়েছেন, এই মামলায় অনেকগুলি সমস্যা জড়িত। প্রতিটি বিষয় বিশদভাবে শোনা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তাঁরা। এর আগে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পিএস নরসিমা এবং বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চ বানোকে আশ্বস্ত করেছিল যে এই মামলায় শুনানির জন্য শীঘ্রই একটি নতুন বেঞ্চ গঠন করা হবে।

সেই অনুযায়ী গত ৪ জানুয়ারি বানো মামলার শুনানির জন্য বিচারপতি অজয় রাস্তোগি এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীকে নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল এবং অভিযুক্তদের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বিলকিস বানোর করা আবেদন গ্রহণ করে ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু এর কিছুদিন পরে কোনও কারণ উল্লেখ না করে মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি ত্রিবেদী। এরপরেই বিচারপতি কেএম জোসেফ এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্নার বেঞ্চে মামলাটি শুনানি হবে বলে সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়।

তুষারপাত, ভূমিধস... প্রকৃতির রুদ্র রোষে বিপর্যস্ত সিকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভ্রমণ প্রিয় বাঙালির কাছে অন্যতম পছন্দের ডেস্টিনেশন সিকিম। গোটা বছরই সিকিমে পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে, আর তার সিংহভাগই বাঙালি পর্যটক। চৈত্র-বৈশাখের গরম থেকে কিছুদিনের জন্য নিস্তার পেতে আপনিও কি সিকিমে যাওয়ার প্ল্যান করছেন? তাহলে সেখানকার আবহাওয়ার খবর অবশ্যই জেনে রাখা দরকার আপনার, না হলে ঘুরতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। বিগত কিছুদিন ধরেই সিকিমে, বিশেষ করে উত্তর সিকিমে ব্যাপক তুষারপাত হচ্ছে। সাধারণভাবে মার্চ মাসে এত বেশি তুষারপাত দেখা যায় না। তুষারধসের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ফুনিতে তুষারধসের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে লাচুং-ইয়ামথাং রোড। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেখানে রাস্তার কাজ চলছে। আপাতত পর্যটকদের ইয়াকশি গেট পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, এর মধ্যে যদি আপনি উত্তর সিকিমে যাওয়ার প্ল্যান করে থাকেন, তাহলে সেইভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন, না হলে অযথা নিরাশ হবেন।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, এই বছরে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে যে পরিমাণ তুষারপাত হয়েছে, সেই তুলনায় মার্চে তুষারপাতের পরিমাণ অনেক বেশি। কারণ, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। মার্চ মাসে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব দেখা গিয়েছে, তার জেরেই এই ব্যাপক তুষারপাত হচ্ছে। যেভাবে সমতলে বৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে, ঠিক সেইভাবেই তুষারপাত হচ্ছে পাহাড়ে। শুধু সিকিমেই নয়, গোটা হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলেই এই ধরনের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে সান্দাকফুতেও ব্যাপক তুষারপাত দেখা গিয়েছে।

রবিবারও সকালের দিকে গ্যাংটক শহরের কাছে সোকপে গ্রামে ধস নেমেছিল। সেই ভূমিধসের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ডিকচু-রাকডং বরাবর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ভূমিধসের জেরে চারটি বাড়ি সম্পূর্ণে ধুলোয় মিশে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ১৮টি পরিবার। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ১৫-২০ টি পরিবারকে উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলেই খবর। রবিবার বিকেলে গ্যাংটকের জেলাশাসক তুষার নিখারে এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাধা নেই, জানাল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা না হলেও, রাজ্যে ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। এরই মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সেই মামলার রায় জানাল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। নির্বাচনে নিয়ে আপাতত হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন জানিয়ে দিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপাতত কোনও বাধা নয়। এই পর্যায়ে আদালত নির্বাচনে কোনও বাধা দেবে না। তবে মামলাকারী চাইলে নতুন আবেদন করতে পারেন। নির্বাচনী আইন মেনে কমিশন যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের থেকে ওবিসি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন মামলাকারী শুভেন্দু অধিকারী। হাইকোর্টে এই নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, যেভাবে ওবিসি সংরক্ষণ করা হচ্ছে, সেটি একটি ভ্রান্ত বিষয়। এভাবে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন করে ওবিসি সংরক্ষণ করা যায় না বলে দাবি ছিল শুভেন্দুর। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য ছিল, নির্বাচনের আইনে ওবিসি সংরক্ষণের যে নিয়ম রয়েছে, সেই অনুযায়ীই কাজ হচ্ছে। এমন অবস্থায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, নির্বাচনের আইন অনুযায়ী যেভাবে ওবিসি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, সেই অনুযায়ী এই সংরক্ষণ হয়েছে। আপাতত নির্বাচন কমিশন যদি ভোট করাতে চায়, তাতে কোনও বাধা দেবে না হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যেভাবে পদ্ধতি এগিয়েছে, যে পর্যায়ে বর্তমানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের পদ্ধতিগুলি রয়েছে, সেগুলি প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় আদালত আর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনও বাধা রাখতে চায় না।

অর্থাৎ, পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, সেই জট আপাতত কাটল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এক্ষেত্রে নিয়ম মেনে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার ক্ষেত্রে আপাতত কোনও বাধা থাকল না কমিশনের হাতে।

রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের উভয়ের ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের এই রায় কিছুটা স্বস্তির বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কারণ, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে নির্বাচন ঘোষণা করার ইঙ্গিত রয়েছে কমিশনের দিক থেকে। সেক্ষেত্রে আপাতত হাইকোর্টে রায়ে আপাতত কোনও বাধা থাকছে না কমিশনের সামনে।

যদিও বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলছেন, আদালতের রায়কে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তবে আদালত মামলাকারীর আবেদন পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে এমন নয়। আদালত জানিয়েছে, মামলাকারী যদি পুনরায় আবেদন করতে চান, তা তিনি করতে পারেন।

অন্যদিকে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন, সংবিধান অনুযায়ী পঞ্চায়েত নির্বাচন করানোর সব দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। এখানে বিজেপি হঠাৎ কোর্টে গিয়েছিল নির্বাচনকে পণ্ড করে দেওয়ার মতলবে।

পাঁশকুড়ায় উড়ল লাল আবির

সাগরদিঘির পর ফের তৃণমূলের জোর ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের জোরাল ধাক্কা শাসক শিবিরে। পাঁশকুড়া বাজার এরিয়া কমিটির অন্তর্গত কেশাপাট অঞ্চলের যশোড়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে সিপিআইএম জয়ী। কোলাঘাট, হলদিয়ার পর আবারও পাঁশকুড়া কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচনে উড়ল লাল আবির। সমবায় সমিতির ৯টি আসনের মধ্যে ৫টিতে জয়ী হয়েছে বাম সমর্থিত প্রার্থীরা। বাকি চারটি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। সমবায় সমিতির ৪টি আসনে প্রার্থী দিলেও খাতা খুলতে পারেনি বিজেপি। পাঁশকুড়ায় এই প্রথম সমবায় সমিতির নির্বাচন জয় পেল সিপিএম। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই জয় নিঃসন্দেহে শাসক শিবিরকে চাঙ্গা করবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সিপিএমের দাবি, সাধারণ মানুষের তাঁদের প্রতি আস্থা ফিরছে। সেই কারণে একের পর এক সমবায় সমিতি নির্বাচনে বাম মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করছেন। অন্যদিকে শাসকদলের দাবি, বিজেপি সিপিএম জোট বেঁধে ভোট করেছে। শাসকদলের দাবি, সিপিএম জিতলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বোর্ড গঠন করবে তৃণমূলই।

নির্বাচনে জয়ী বাম মনোনীত প্রার্থী নিতাই সন্নিগ্রাহী বলেন, যশোদা সমবায় সমিতির ৯টি আসনে আমরা এককভাবে প্রার্থী দিয়েছিল। তৃণমূলও সবকটিতেই প্রার্থী দিয়েছে। এর মধ্যে আমরা ৫টি আসনে জিতেছি। মানুষ সমবায়ে আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। লুটেরাদের তুলনায় বামপন্থীদের উপর বেশি আস্থা রেখেছেন। যাঁরা আমাদের ভোট দিয়েছেন তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। তৃণমূল গায়ের জোরে বোর্ড দখলের চেষ্টা করছে। সময় তার উত্তর দেবে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা সুজিত রায় বলেন, “সমবায়ের ৯টি আসনে বিজেপি ও সিপিএম জোট বেঁধে লড়াই করেছে। কয়েকটাতে আমরা সামান্য ব্যবধানে হেরেছি। এমন ফল আমরা আশা করছিলাম। এখানে আমাদের সদস্যের সংখ্যা কমছিল। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদধন্য প্রার্থীরা বোর্ড দখল করবে।”

রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতিতে একের পর এক নেতার গ্রেফতারির পর শাসকদলের অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে। এরমধ্যেই সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাসের কাছে পর্যদুস্ত হয়েছে তৃণমূল। লালগোলা বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে শাসকদলকে। তারপর একের পর এক নির্বাচনে পরাজয় নিঃসন্দেহে শাসক শিবিরের উদ্বেগ বাড়াবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে।

একই জেলার দুই ভিন্ন চিত্র!

সিঙ্গুরে উদ্বোধন নতুন রাস্তার, বেহল দশার জন্য বিক্ষোভ খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের বাজেট প্রস্তাব পাঠের সময় ‘রাস্তাশ্রী’ নামে এক নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থ দফতরে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই প্রকল্পের আওতায় ১১ হাজার ৫০০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়কের কাজ করা হবে। নতুন রাস্তা তৈরির পাশাপাশি, পুরনো রাস্তাগুলিরও সংস্কার করা হবে এই প্রকল্পের আওতায়। ইতিমধ্যেই হুগলির সিঙ্গুরে নতুন ‘রাস্তাশ্রী’ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু জেলার অপরপ্রান্ত খানাকুলের রাস্তার বেহলার দশা। একদিকে যখন নতুন ‘রাস্তাশ্রী’ প্রকল্পের উদ্বোধন হচ্ছে, তখনই বেহাল রাস্তা নিয়ে সরব স্থানীয় মানুষজন থেকে খানাকুলের বিধায়ক।

খানাকুলের চক্রপুর থেকে গণেশপুর পর্যন্ত পিচ রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তায় পিচের দেখা নেই। বেরিয়েছে বড় বড় পাথর। এই রাস্তাটুকু যেতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে পথচলতি মানুষের। দুর্ঘটনাও ঘটছে যখন তখন। রাস্তাটি কয়েক বছর আগে নতুন করে তৈরি হয়েছিল। বছর যেতে না যেতেই রাস্তার ওপর ব্রিজ ও ভেঙে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে এই রাস্তা চেনার উপায় নেই। খানাখন্দে ভরে যায়। খানাকুল আছে সেই খানাকুলেই। চক্রপুর থেকে নতিবপুর যেতে গিয়ে নদীর ওপর দু’টি ব্রিজ পেড়াতে হয়। সেই ব্রিজও হয়নি। পুলিশ প্রশাসন থেকে সরকারি কর্মচারীরাও ব্রিজ পেরিয়ে কোনওক্রমে নতিবপুর যান। আর এই রাস্তা নিয়ে বিস্তার অভিযোগ এলাকার মানুষের। যদিও এই নিয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সরব হয়েছেন। আর হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা রমেন প্রামাণিক বলেন, “যারা রাস্তা বানিয়েছে তাঁদের বহুবার বলেছি। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনছে না। তবে বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। আমরা ঠিকই করে নিয়েছি হয় ওদের ব্ল্যাকলিস্ট করব।”

হুগলির সিঙ্গুর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একগুচ্ছ নতুন রাস্তা কোথায় কোথায় তৈরি হবে ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করবেন।

নন্দীগ্রামে জেলা সভাপতির অনুমোদন ছাড়াই বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগে রবিবার নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দেওয়া হয়। দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হলেও জানেন না জেলা সভাপতি। যাকে ঘিরে জোর জল্পনা শুরু রাজনৈতিক মহলে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে হটস্পট হবে নন্দীগ্রাম বিধানসভা অন্তর্গত একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এটাই রাজনৈতিক মহলে ধারণা। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার আগেই বিজেপি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল নন্দীগ্রামের। তারপরেই কার্যত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় আড়াআড়ি ভাগ গেরুয়া শিবির।

যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনীতিতে। নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ বিজেপির জেলা সভাপতি। রাজ্য ও বিজেপি জেলা সভাপতির অনুমোদন ছাড়াই পঞ্চায়েতের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা মেঘনাথ পাল বলে দাবি।

রবিবার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির কর্মিসভা থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিনক্ষণ ঘোষণায় আগেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনী এজেন্ট মেঘনাথ পাল। তারপরে বিজেপির অন্দরে ব্যাপক কৌতুহল শুরু হয়। জেলা বিজেপির সভাপতি বক্তব্যে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। পাল্টা জবাব দিয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

তমলুক সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “প্রার্থী তালিকা অনুমোদন হয়েছে। ঘোষণা করার কথা বলা হয়নি। কেন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন ওঁরা বলতে পারবেন? রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ ছাড়াই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এটা রাজ্য ভাববে। আমাকে রাজ্য বিজেপি এইভাবে কোন নির্দেশ দেয়নি। এই বিষয় যদি রাজ্য নেতৃত্ব জানতে চান, ওঁরা তার উত্তর দেবেন। আমার কাছে যদি রাজ্য নেতৃত্ব জানতে চান আমি আমার মতন করে উত্তর দেবো।”

তবে বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ নিয়ে। টানাপোড়েনের ঘটনায় কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা তথা তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পীযুষ ভুইয়া বলেন, “এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। বিজেপির প্রার্থী তালিকা দেখলাম সেখানে আদি বিজেপিরা বাদ, নব্য বিজেপিদের নাম। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নন্দীগ্রামে বিজেপির টিকিট পেতে বলে শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হতে হবে? বিজেপি করলে টিকিট পাবে না। আগে অটলবিহারী বাজপেয়িকে দেখে বিজেপি করত তারা আজকে দিনে নেই।”

পীযুষ ভুঁইয়ার দাবি, শুভেন্দু অধিকারী বরাবরই এরকম কাজকর্ম করেন। নতুন কোনও ঘটনা নয়। যখন তৃণমূলে ছিলেন, রাজ্য নেতৃত্বকে নন্দীগ্রাম তো থেকে দূরের কথা পূর্ব মেদিনীপুরে আসতে দিত না। তার ঘনিষ্ঠদের তৃণমূলের টিকিট দিতে হত। সেই একই ঘটনা ঘটছে।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- **মনিরুল করিম** (হারুদা)

মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

পবিত্র রমজান মাসে মহানবি সা. যেসব আমল করতেন

সাহাবি জায়েদ বিন সাবিত রা. বলেন, ক্ষ্মআমরা আল্লাহর রাসূল সা.-এর সঙ্গে সাহ্রি খাই, এরপর তিনি নামাজের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফজরের আজান ও সাহ্রির মধ্যে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, ৫০ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ।'' (বুখারি— ১৯২১) ৫০ আয়াত বলতে মধ্যম ধরনের আয়াত, যা পাঠে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে।

রায়হান রাশেদ

রমজান আসার আগেই মহানবি সা. রমজানের প্রস্তুতি নিতেন। রমজানের জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। রমজান এলে অন্য কাজ কমিয়ে রমজানকেন্দ্রিক ইবাদত-আমলে মগ্ন হতেন। রমজানে মহানবি সা. যে আমলগুলো করতেন, তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

সাহ্রি

রাসূল সা. প্রতি রোজার জন্য সাহ্রি খেতেন। সাহ্রি গ্রহণ করা নবিজির সুন্নত। তিনি সাহাবিদের সাহ্রি খেতে উৎসাহ দিয়েছেন। সুবহে সাদিকের আগেই সাহ্রি খেতেন। সাহ্রি খাওয়ার পর ফজরের আজান হওয়ার সময় বেশিক্ষণ বাকি থাকত না। রাসূল সা. বলেন, ক্ষ্মতোমরা সাহ্রি খাও। কেননা, সাহ্রিতে বরকত রয়েছে।'' (বুখারি— ১৯২৩)

অন্য হাদিসে আছে, সাহাবি জায়েদ বিন সাবিত রা. বলেন, ক্ষ্মআমরা আল্লাহর রাসূল সা.-এর সঙ্গে সাহ্রি খাই, এরপর তিনি নামাজের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফজরের আজান ও সাহ্রির মধ্যে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, ৫০ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ।'' (বুখারি— ১৯২১)

৫০ আয়াত বলতে মধ্যম ধরনের আয়াত, যা পাঠে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে।

ইফতার

ইফতার গ্রহণ করা ইবাদত এবং এটি স্বতন্ত্র সুন্নত। রমজান জুড়ে নবিজীর আমল ছিল যথাসময়ে ইফতার করা। যথাসময়ে ইফতারের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। নবিজী সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতেন। ইফতার শেষ করে সাহাবিদের নিয়ে নামাজের জামাতে দাঁড়াতেন। রাসূল সা. বলেন, ''লোকেরা যত দিন যথাসময়ে ইফতার করবে, তত দিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে।''
(বুখারি—১৯৫৭)

কোরান তিলাওয়াত

রমজানে নবি সা. বেশি বেশি কোরান তিলাওয়াত করতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ''রমজান এলে প্রতি রাতে নবিজি সা.-এর কাছে জিবরাঈল আ. আসতেন। তাঁরা একে অপরকে কোরান তিলাওয়াত করে শোনাতেন।'' (বুখারি— ৩৫৫৪)

দান-সদকা

রাসূল সা.-এর স্বভাবেই ছিল দান-সদকা। তিনি জীবন কাটিয়েছেন মানুষের উপকারে। নিজে না খেয়ে মানুষকে খাবার দিয়েছেন। নিজের যা ছিল, দুই হাত উজাড় করে দান করেছেন। তিনি রমজানে অধিক পরিমাণে দান করতেন। ইবনে আব্বাস বলেন, ''নবি সা. ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সবার চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমজানে জিবরাঈল আ. যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি রহমতের বাতাসের চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ দান করতেন।''
(বুখারি— ১৯০২)

তারাবি

রোজা ফরজ হওয়ার বছরে রাসূল সা. প্রথম দিন মসজিদে গিয়ে ২০ রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। সাহাবিরা উপস্থিত হয়েছিলেন সেই নামাজে। পরদিন যথা নিয়মে পড়েছিলেন। প্রথম দিনের তুলনায় অধিক সাহাবি উপস্থিত হয়েছিলেন। এভাবে তিন দিন চলল। পরে রাসূল সা. আর এলেন না। সাহাবিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, ''আমার ভয় হয়, আল্লাহ যদি এ নামাজ ওয়াজিব করে দেন, তাহলে আমার উম্মতের কষ্ট হয়ে যাবে।'' পরে আবু বকর রা. ও উমর রা. আনুষ্ঠানিকভাবে তারাবির নামাজ পড়তে শুরু করেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, ''আমি রাসূল সা.-কে রমজান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমজানে ইমানের সঙ্গে সওয়াব লাভের আশায় তারাবির নামাজ আদায় করবে, তার আগের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।''
(বুখারি— ২০০৮)

তাহাজ্জুদ

রাসূল সা. সব সময় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। রমজানে তাহাজ্জুদের নামাজে আরও বেশি মগ্ন হয়ে যেতেন। রমজানে কখনও তাঁর তাহাজ্জুদ নামাজ ছুটত না। রাতের শেষ অংশে তাহাজ্জুদের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। আয়েশা রা. বলেন, ক্ষ্মরাসূল সা. রমজান মাসে ও অন্য সব মাসের রাতে ১১ রাকাতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাকাত পড়তেন। এই চার রাকাত আদায়ের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কোরো না। এরপর তিন রাকাত আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি বিতর নামাজ আদায়ের আগে ঘুমিয়ে পড়েন? নবি সা. বললেন, আমার চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না।'' (বুখারি— ৩৫৬৯)

ইতিকাফ

ইতিকাফ তাকওয়া অর্জনের বড় মাধ্যম। নির্জনে প্রভুকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রভুর দরবারে নিজেকে মেলে ধরার অবারিত সুযোগ। রাসূল সা. রমজানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করতেন। যে বছর ইতিকাফ করতে পারেননি, পরের বার ২০ দিন করতেন। আয়েশা রা. বলেন, ''রাসূল সা. রমজানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ম ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীরাও (দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন।''
(বুখারি— ২০২৬)

পবিত্র রমজানের রহমতের দশদিন

''যারা রমজানের চাঁদের প্রথম তারিখ থেকে শেষদিন পর্যন্ত রোজা রেখেছে তারা সে দিনের মতোই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেদিন তাদের মাতা তাদেরকে নিষ্পাপরূপে জন্ম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ যেভাবে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, রমজানের ৩০ দিন রোজা পালন করলে সে তেমন নিষ্কলুষ হয়ে যাবে।''

আমাদের প্রিয় নবি মহম্মদ স. বলেন, ''রমজানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দশদিন আল্লাহর রহমত নাজিলের, দ্বিতীয় দশদিন গোনাহ মাফ তথা মাগফিরাতের এবং তৃতীয় দশদিন আল্লাহর আজাব থেকে নাজাতের জন্য নির্ধারিত।''

পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ মাহে রমজানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এটা এমন একটা মাস যে প্রথম দশ দিন রহমতের বারিধারায় পরিপূর্ণ। মাঝের দশ দিন ক্ষমা ও মার্জনা লাভের জন্য নির্ধারিত এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট। রোজাদারদের মাঝে এমন একশ্রেণির লোক আছেন যাঁরা তাকওয়া ও পরহেজগারী সম্পন্ন এবং পাপ ও বর্জনীয় কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদাই যত্নবান। তাঁরা সিয়াম সাধনার মাঝে কোনও ভুলত্রুটি হয়ে গেলে চেতনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তওবা এবং এস্তেগফার করে নিজেদের সংশোধন ও ত্রুটিমুক্ত করে নেন। এই শ্রেণির রোজাদারদের প্রতি রমজান মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রহমতের বারি বর্ষণ হতে থাকে। তাঁরা যখন রোজার প্রথম দশদিন একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অতিবাহিত করেন, তখন তাঁরা আর সেই লোক থাকেন না। যেমনটি রোজা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ছিলেন। বরং তাঁদের মাঝে মুমিন-সুলভ মহৎ গুণাবলী আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

আমাদের মাঝে রমজানের প্রথম দশদিন শুরু হয়েছে। এই দশ দিন শেষ হতেই রমজানের রহমত বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর আসবে মাগফিরাত ও নাজাতের দশদিন করে বাকি ২০ দিন। রমজানের যখ ন প্রথম দিন শুরু হয় তখন রহমতের দিন আরম্ভ হয়। আর বান্দা যখন সঠিক নিয়তে রোজা রাখে, রমজানের সব হকগুলো আদায় করে, সঠিকভাবে সংযমী হয়, হালাল রুজি দ্বারা সেহেরী খায়, হালাল রুজি দ্বারা ইফতার করে, কাউকে গালি না দেয়, কারও হক নষ্ট না করে, ঘুষ না খায়, এভাবে সারাদিন কাটিয়ে দেয় এবং এভাবে সব রমজানের রোজা রাখার নিয়ত করে, তার জন্য রহমত প্রথম রমজান থেকেই শুরু হয়। রমজানের শেষ পর্যন্ত সে রহমত অবধারিত থাকে। এছাড়াও তার জন্য দ্বিতীয় দশদিন শুরুর সঙ্গে মাগফিরাত আরম্ভ হয়ে যায় এবং তার গুণাহগুলো মাফ হতে থাকে।

হজরত সাহাল রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম স. বলেন, ''জান্নাতের মধ্যে রাইয়ান নামক এক দরজা আছে, এ দরজা দিয়ে কেবলমাত্র কেয়ামতের দিন রোজাদার লোকেরা প্রবেশ করতে পারবেন। ঘোষণা দেওয়া হবে রোজাদার লোকেরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে, তাদের প্রবেশের পরপরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।''

হাদিসে বর্ণিত, যখন আল্লাহপাক কাউকে ভালোবাসেন তখন জিব্রাঈল আ. কে বলেন, ''ও আমার প্রিয় ব্যক্তি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।'' জিব্রাঈল আ. তখন তাকে ভালোবাসতে থাকেন ও আসমানে ঘোষণা করে দেন যে, অমুক আল্লাহর প্রিয় বান্দা কাজেই তোমরা তাকে ভালোবাসতে থাকো। তখন আসমানের বাসিন্দারা তাকে ভালোবাসতে থাকেন। অতঃপর জমিনবাসীর অন্তরে তার মহব্বত ঢেলে দেওয়া হয় এবং সাধারণ নিয়মের ঊর্ধ্বে কাছে ও দূরের সবাই এমনকী সমুদ্রের বাসিন্দা ও নিবিড় জঙ্গলের বাসিন্দা পর্যন্তও তাকে ভালোবাসতে থাকে ও তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

কোরান মজিদে আল্লাহ বলেছেন, ''তোমরা আমার ভালোবাসা পেতে হলে নবি করিম স.-এর অনুসরণ করো।''

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত মুসলিম শরিফের এক হাদিসে বলা হয়েছে, ''যারা রমজানের চাঁদের প্রথম তারিখ থেকে শেষদিন পর্যন্ত রোজা রেখেছে তারা সে দিনের মতোই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেদিন তাদের মাতা তাদেরকে নিষ্পাপরূপে জন্ম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ যেভাবে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, রমজানের ৩০ দিন রোজা পালন করলে সে তেমন নিষ্কলুষ হয়ে যাবে।''

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

ছোটো গল্প

দীপক স্যার

মনসুর আলি

বকুলগাঁও-রত্নেশ্বর বলাই চাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়। বিশাল স্কুল। যেমন ছাত্রসংখ্যা, তেমন বিস্তীর্ণ ক্যাম্পাস। কো-এড স্কুল। ফাইভ থেকে টুয়েলভ। স্কুলে আছে ছায়াময় বড়ো বড়ো গাছ। একটা বেলগাছও আছে। প্রচুর বেল ফলে মরশুমে।

আমি এই স্কুলে ইংরেজি পড়াই। স্কুলের স্যার-ম্যাডাম আর ছাত্রছাত্রী সব মিলিয়ে ভালোই কাটে ডিউটি আওয়ার।

সবদেশে কিছু কিছু রত্নখনি থেকেই থাকে। ঈশ্বরই দেন সেগুলো। আবার সব গাছে কিছু অতি উত্তম ফলও থাকে। তেমনই আমাদের এই বকুলগাঁও হাইস্কুলে দু-একজন রত্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। আমি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারব না। পাঠক হয়তো মনে করবেন, এ আমার বিনয়। না, একেবারেই বাস্তব। বানিয়ে কিছু বলছি না।

যাইহোক তাদের প্রত্যেকের কথা হয়তো এই গল্পে বলতে পারব না। একজনের কথাই শোনাব। সাথে আরও অনেকে এসে যাবেন।

তিনি হলেন দীপক স্যার। দীপক মণ্ডল। ছেলেমেয়েরা দীপক স্যার নামেই চেনে। আমার চেয়ে বয়সে ছোটো। দু-চার বছরের। সংস্কৃতের শিক্ষক। ভালো ডিগ্রিও আছে। এমএ বিএড। সাথে এমএড। সুতরাং সত্যই পণ্ডিত বলে গণ্য হবার মতোই। এখানে আমি যা বলব তার সবটা স্যারের অ্যাকাডেমিক ব্যাপার-স্যাপার থেকে ভিন্ন কিছু।

শিক্ষক ভালো করে মন দিয়ে পড়াবেন, এটা স্বাভাবিক। সব স্যার-ম্যাডাম তাই-ই করে থাকেন। সুতরাং সেটা সাধারণ ব্যাপার। তাই দীপক স্যারকে নিয়ে হবে এ এক অন্য কাহিনি।

তাহলে শুরু করা যাক।

স্কুলে কোথায় কোন ফ্যানটা ঘুরছে না, কোথায় ফিউজের তার কেটে গেছে, কোথায় কোন ট্যাপে জল বেরচ্ছে না এসব দেখার লোক সব স্কুলেই থাকে। সুতরাং আমাদের স্কুলেও আছে। কিন্তু এইসব সমস্যা দেখা দিলে সেইসব লোকেদের চেয়ে আগে তুরন্ত গতিতে পৌঁছে যান আমাদের বছর পঁয়ত্রিশের সংস্কৃত শিক্ষক দীপক স্যার। হাতে প্লায়ার্স, রেঞ্চ, কখনও হাতুড়ি। দীপক স্যার গেলেন মানে এক মিনিটে সমস্যার সমাধান।

আমরা মানে অন্য শিক্ষকরা ওকে একটা উপাধি দিয়ে থাকি প্রায়শই। করিতকর্মা। করিতকর্মা দীপক। আহা, এমন স্যার যে রত্ন হবেন না কে বলতে পারে?

সেবারে এক কাণ্ড ঘটিয়েছে আমাদের এই স্যারটি। বাড়িতে ভাইঝির অন্নপ্রাশন। ব্যাটা সেসব ফেলে স্কুলে এসেছে। পরে আমরা জানতে পারি ব্যাপারটা। যেকোনো চাকরিতে কিছু ছুটি থাকে, যেগুলো কর্মীরা তাদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু ফি-বছর দেখা যায়, দীপক স্যারের কিছু ছুটি অবশিষ্ট থাকে। নেন না। এ কেমন কথা। কলিগরা বলেন, 'ওরে দীপক, স্কুলকে এত ভালোবাসিস। ভাইঝির অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে স্কুলে এলি!'

সবাই হাসাহাসি করছে। টিটকারি মারছে কেউ-কেউ। আমি কিছুটা ভাবগম্ভীর হয়ে গেলাম। হাসতেও পারলাম না। আর টিটকিরি, সেটিও মারতে পারলাম না। শুধু বসে ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, স্কুলকে ভালোবাসা উচিত। ছাত্র-শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। ঠিক যেমন দীপক স্যারের বিদ্যালয়-প্রীতি।

আমাদের এই দীপক স্যারের আর-এক অভিনব কীর্তি আছে। বললে হাসি পেতে পারে। নিজের মোটর বাইকে বাংলার স্যার সনাতনদাকে চাপিয়ে নিয়ে যেদিন স্কুল আগে ছুটি হয়, স্কুলের আশপাশের এলাকা ঘুরে বেড়াবে। কারণ হচ্ছে, স্যার জানতে চান আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা কোন এলাকা থেকে আসে, তাদের এলাকায় আর্থ-সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ইত্যাদি। এ তো আদর্শ শিক্ষকের পরিচায়ক কর্মকাণ্ড।

কিছু ছেলেমেয়ে আবার স্কুলের ক্লাস কেটে এখানে-সেখানে আড্ডা দিতে চলে যায়। তাদের কাছে এই দীপক স্যার আবার যমতুল্য।

কিছুদিন আগে এক ছাত্র স্কুলে আর-এক ছাত্রের সাথে মারপিট করেছে। জোরালো আঘাতে ছেলেটিকে বলতে গেলে ঘায়েল করে ফেলেছে। অপরাধী ছেলেটিকে হেডস্যার মৃণালবাবু বললেন, 'তোর বাবার নাম্বার বল।'

ছেলেটি বলল, 'বাবার ফোন নেই।'

দীপককে স্যার বললেন, 'ওর বাড়ি যাও। ওর বাবাকে ডেকে আনো।'

দীপক স্যার বাইকে চেপে সাঁ করে বার হয়ে গেলেন। এভাবে স্কুলের কত কাজে যে এই দীপক স্যারকে প্রয়োজন হয়, তা বলে শেষ করা যাবে না। প্রধান শিক্ষক মৃণালবাবু রসিক লোক। আমাদের নিয়ে বেশ হাসি-আনন্দে সুন্দর করে তরতর করে স্কুলটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের কাণ্ডারি। যে কাজে কোনও সহকারী শিক্ষক এগিয়ে আসতে পারেন না, দীপক স্যার নির্দ্বিধায় অগ্রসর হন। এজন্য প্রধান শিক্ষক দীপক স্যারকে বিশেষ স্নেহ করেন।

এই তো লকডাউনের আগে স্টাফরুমের একটা খারাপ হয়ে যাওয়া ফ্যান দীপক স্যার টেবিলের ওপর টুল দিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সারছিলেন। বেশ ঝুঁকির কাজ ছিল। একটু এদিক-ওদিক হলে ওপর থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙার কাণ্ড হয়ে যেতে পারত। ক'জন শিক্ষক সহায়তা করছিলেন। তবুও আমরা নীচ থেকে স্যারকে সাবধান করছিলাম বারে বারে। স্যারের তখন বিয়ে হয়নি। আমি তো বলে দিলাম, 'দীপক, সাবধানে। জীবনে এখন অনেককিছু বাকি আছে।'

প্রধান শিক্ষক বললেন, 'এই দীপক, মনোময় কী বলছে।'

সবাই হোহো করে হেসে উঠল। আমরা একটা পরিবারের মতো হাসি-আনন্দ, মান-অভিমান, ইয়ার্কি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে স্কুলটাকে প্রাণবন্ত রাখি। আমাদের চালনা করার জন্য হেডস্যার মৃণালবাবু আর মান্নাবাবু তো অভিভাবকের মতো।

পুনশ্চ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজে সিদ্ধহস্ত আমাদের এই গল্পের মুখ্য চরিত্র দীপকের কথায় আসা যাক। স্কুলে পিকনিক হবে। স্পট মাধবপুর। আমাদের ২০১৩ সালে জয়েন করার পর প্রথম চড়ুইভাতি। কলিগদের পিকনিক। আমি তো অবাক। শুধু আমি কেন, সবাই অবাক। একাহাতে পুরো পিকনিকের আয়োজন করল। কেয়া ম্যাডামের জুতো ছিঁড়ে গেল। দীপক বাইকে করে একটু ঘুরে এসে ঠিক সারাইয়ের দোকানের হদিশ নিয়ে এল। আরও কত কী ছোটোখাটো সমস্যা ও একা হাতে সামাল দিয়ে গেল।

বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক স্বপনবাবু তো হেডস্যার এবং আমাদের সামনে বলেই ফেললেন, 'দীপক, হাসান, মনোময় এরা হচ্ছে মানবসম্পদ।'

স্বপনবাবুর এই প্রশংসায় আমার নামটা জোড়া থাকায় আমিও কিছু খুশি হয়েছিলাম।

স্কুলের একজন খুব ভালো শিক্ষক, ভূগোলের শিক্ষক, অসিত প্রধান তো তার বন্ধুসম এই দীপক স্যারকে তো পণ্ডিত বলেই ডাকে। কিছু প্রয়োজন হলে হাঁক ছাড়ে; 'পণ্ডি-ই-ই-ত।'

আমরা মজা পাই।

আরও কাহিনি আছে। দীপককে আমরা কৌতুক করে প্রফেসর বলতাম। সে এককালের কথা। বলার প্রসঙ্গও ছিল। আমাদের স্কুল ডিএলএড ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। ২০১৬-১৮ সেশনে। ওর এমএড করা ছিল। তো ডিএলএড ট্রেনিং করতে আসা শিক্ষকদের ও মানে দীপক স্যার পড়াতেন। হেডস্যার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমরা ওকে প্রফেসর বলতাম। কেউ কেউ আবার বিকৃত করে রসিকতা মিশিয়ে প্রফেষাঁড়ও বলতেন। হাসির অন্ত থাকত না।

দীপকের একটা বড় গুণ আছে। ও কারও কথায় কিছু মনে করে না। ফলে আমরা নির্দ্বিধায় সব রকম ইয়ার্কি-ঠাট্টা করতাম এবং এখনও করে চলেছি। অহমিকা বলে ওর কিছু নেই। এ এক বিরাট সদগুণ। আজকাল তো মানুষের এই অহমিকা নামক রোগটা প্রায়শই পেয়ে বসে। তার থেকে স্যার পুরোপুরি মুক্ত।

আমাদের অনেক স্যার-ম্যাডামের বিয়ে হয়ে গেল। কারও কারও সন্তান হল দু'-একটি। আমার ঘরেও একটা কন্যাসন্তান এল।

এইবার দীপক স্যারের বিয়ে। সবাই যাব। আমন্ত্রণ পেলাম। যথাদিনে কলিগেরা সব গেলাম। পণ্ডিত স্যার এইবার পাত্রের সাজে। শেরওয়ানি পরে একেবারে টিপিক্যাল বর। দারুণ খাওয়া-দাওয়া আনন্দ-হুল্লোড় হল আমাদের স্টাফরুমের প্রিয় মাস্টারমশাই ওরফে পণ্ডিত স্যারের বিয়েতে। ভালো আপ্যায়ন। ভালোই কাটল সন্ধেটা। তখন আমাদের জয়েনিং এর বেশিদিন হয়নি। যাইহোক, সব স্মৃতি হয়ে আছে সব।

দিদিমণিদের কথা বলি এবার অল্পস্বল্প। শুভ্রা ম্যাডাম তো কথায় কথায় বলতেন, 'অসিত আর মনোময় আমার বন্ধু। দীপক আমার ভাই।'

সেসব স্নেহ দীপক স্যার কেন, আমরা কেউই ভুলতে পারব না।

আর তুলনামূলক সিনিয়র ঋষিতা ম্যাম তো দীপককে নিয়ে কত্ত ঠাট্টা-ইয়ার্কি হাসি-মজা করেন। আমরা অফ-পিরিয়ডে দারুণ উপভোগ করে থাকি সময়গুলো। আহা, বেঁচে থাক আমাদের বকুলগাঁও হাই স্কুল!

সাহিত্যের বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক সুপ্রিয়বাবু এই বহুমুখী প্রতিভার ছেলে দীপককে বলেছিলেন, 'তুই হচ্ছিস জিনিয়াস। অনেক বড় হ জীবনে।'

সুপ্রিয়বাবু অবসর নিয়েছেন এই কয়েক বছর আগে। স্টাফরুম মাতিয়ে রাখতেন।

পামেলা ম্যাডামের সাথে দীপক স্যারের মিষ্টিমধুর ঝগড়া আমরা যে কীভাবে চেটেপুটে উপভোগ করতাম তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। পামেলা ম্যাডাম ট্রান্সফার নিয়ে অন্য স্কুলে চলে গেছেন। দু'জনে কেউ কম যেতেন না। সে যেন এক বৌদ্ধিক যুদ্ধ চলত। কে কাকে কথায় হারাতে পারে।

স্কুলে প্রায়শই দু'-একজন ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ত। এটা স্বাভাবিক। সব স্কুলে হয়ে থাকে। কেউ হয়তো জ্বর অবস্থায় স্কুলে এসেছে। অসুস্থ হয়ে পড়ল। কেউ হয়ত সকালে খালিপেটে চলে এসেছে। মাথাটা ঘুরে গেল। তো তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে। কে নিয়ে যাবে? দীপক স্যার। অসিত স্যার বা অন্য কোনো এক শিক্ষককে নিয়ে ছেলেটা বা মেয়েটাকে বাইকে চাপিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে চলল এই দীপক স্যার।

ক্লাসরুমের দেওয়ালে ছবি আঁকতে হবে। মহাপুরুষদের ছবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এঁদের ছবি। শর্মিলা ম্যাডাম, কাঞ্চন স্যার, দেবাশীষ স্যার, সাথে এই দীপক স্যার। দীপকের হাতের লেখা সুন্দর। আঁকার হাত আছে। এ যেন অলরাউন্ডার হিরো স্যার। সব পারে। কী পারে না খুঁজে বার করা কঠিন।

এ গেল আমাদের স্কুলের দীপক স্যারের কথা। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রতিটা বিদ্যালয়ে একটা করে দীপক স্যার আছেন। না হলে স্কুল খালি-খালি লাগে, অসম্পূর্ণ বোধ হয়। আর রসহীন লাগে।

পরিশেষে এটুকুই বলি, প্রতিটা ঘরে যেন একজন করে দীপক স্যারের জন্ম হয়।

আর দীপক স্যারকে বলতে চাই, ভাই, চালিয়ে যা। আমরা আছি তোর সাথে।

মনে মনে প্রার্থনা, দীপক স্যারেরা ভালো থাকুন। ভালো রাখুন।

কবিতা

রোজার মাসে

কাজী সামসুল আলম

খাই সেহেরি ভোরবেলাতে
রাখতে ফরজ রোজা
রোজার মাসে ইবাদতে
নেকির দুয়ার খোঁজা।

সারাটা দিন রুজির তালাশ
কাজের অবসরে
রোজার মাসে ঠিক সময়ে
নামাজটা নিই পড়ে।

বিকালবেলায় জায়-নামাজে
তসবিহ জিকির করি
আসর শেষে ঘন্টাখানেক
কোরানখানি পড়ি।

এই মাসেতে আকুল হয়ে
শবেক্বদর খুঁজি
রাত্রি জেগে আখেরাতের
বাড়াই নেকির পুঁজি।

ফিতরা জাকাত করব আদায়
ইদের পূর্বক্ষণে
অনাথ এতিম দীন দরিদ্র
খুশি সবার মনে।

রোজার শেষে ইদের খুশির
লহর বুকের কোণে
হৃদয় ভরা ভালোবাসা
সকল আপনজনে।।

বিশ্বব্যাপী ব্রডব্যান্ড সংযোগে ইতিহাস ইসরোর

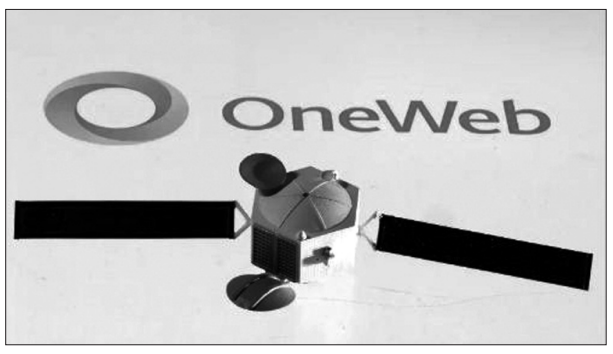

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর চারপাশে ৬৪৮টি উপগ্রহের প্রথম নক্ষত্রপুঞ্জ গঠন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। পৃথিবীর লোয়ার অরবিটে বা নিম্ন কক্ষপথে ওয়ানওয়েব নক্ষত্র স্থাপনার মাধ্যমে গ্রহের চারপাশে উপগ্রহের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। এই উপগ্রহের নেটওয়ার্কের লক্ষ্য সারা বিশ্বে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করা।

সেই লক্ষ্য নিয়েই ২৬ মার্চ ৩৬টি স্যাটেলাইট নিয়ে ওলওমভি থ্রি রকেটের সফল উৎক্ষেপণ হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ওয়ানওয়েব সংস্থাটি তার জেন ওয়ান নক্ষত্রমণ্ডলের বিশ্বব্যাপী পদচিহ্ন সম্পূর্ণ করতে চলেছে বলে জানিয়ে দিল ইসরো। পৃথিবীর কক্ষপথে এখন ওয়ানওয়েবের ৫৮২টি উপগ্রহ রয়েছে। ২৬ মার্চ সফল উৎক্ষেপণের পর সেই সংখ্যা ৬১৮-য় পৌঁছে যাবে।

ওই ওয়ানওয়েব জেন ওয়ান নক্ষত্রমণ্ডল সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে ভারত-সহ বিশ্বব্যাপী ব্রডব্যান্ড কভারেজ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। রবিবার ইসরোর এই রকেট লঞ্চটি ওয়ানওয়েবের ১৮তম লঞ্চ হল। ৩৬টি উপগ্রহের প্রথম ব্যাচ ২০২২-এর ২৩ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করেছিল। ইসরোর মাধ্যমে দ্বিতীয় ব্যাচ উৎক্ষেপণ করল ২৬ মার্চ। ইসরো প্রেরিত মোট ৭২টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য দুই ধাপে হাজার কোটি টাকার চুক্তি সাক্ষর করা হয়েছিল। তা সম্পূর্ণ হল। একইসঙ্গে ওয়ানওয়েব নক্ষত্রমণ্ডল সম্পূর্ণ করে ইতিহাস গড়ে ফেলল ইসরো। ওয়ান ওয়েব জেন ১ হল একটি ১৫০ কেজি শ্রেণির উপগ্রহ। নক্ষত্রমণ্ডলে ৬৪৮টি পৃথক উপগ্রহ রয়েছে।

এই ৬৪৮টি উপগ্রহের মধ্যে ১২টি সমতলে সমানভাবে বিভক্ত। ৫৮৮টি সক্রিয় স্যাটেলাইট পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম। বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে প্রতিটি বিমানকে ৪ কিমি উচ্চতায় আলাদা করা হয়েছে। এই ৫৮৮টি সক্রিয় উপগ্রহের সঙ্গে যোগ দেবে নতুন ৩৬টি উপগ্রহ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর রকেট ৩৬টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সফল হয়েছে। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসরোর বৃহত্তম রকেট পাড়ি দেয় মহাকাশে। বিস্ফোরণের ঠিক ১৯ মিনিট পর এলএমভি-থ্রি রকেট যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর লেয়ার অরবিটের উদ্দেশে। এই এলভিএম-থ্রি হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সবথেকে ভারী ভেহিকেল। এলএমভি থ্রি রকেট ইন্টারনেট নক্ষত্র স্থাপনের মিশনে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে যাত্রা করেছে। এই মিশনটি যুক্তরাজ্যের কোম্পানি দ্বারা গ্রহের চারপাশে ৬৪৮টি উপগ্রহের প্রথম নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পূর্ণ করবে।

ব্রিটেনের কোম্পানি পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহের একটি নক্ষত্রমণ্ডল বাস্তবায়ন করতে চলেছে। ভারতের ভারতী এন্টারপ্রাইজ ওয়ানওয়েবের প্রধান বিনিয়োগকারী এবং শেয়ারহোল্ডার হিসেবে কাজ করে। তার দ্বিতীয় মিশন উৎক্ষেপণ হল রবিবার। ৪৩.৫ মিটার লম্বা এবং ৬৪৩ টন ওজনবিশিষ্ট ভারতীয় রকেট এলভিএম থ্রি পাড়ি দিল মহাকাশে।

ছোটো হয়ে যাচ্ছে বৃহস্পতির রক্তিম আভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতি গ্রহের পৃষ্ঠে লাল আভাগুলি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে বলে হাবল টেলিস্কোপের ছবিতে উঠে এসেছে। কী এর কারণ। কেন বৃহস্পতির রক্তিম আভা ছোটো হয়ে যাচ্ছে? তবে কি প্রবল সৌর-ঝড়ই এর কারণ? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সৌরঝড়ের বাড়বাড়ন্তের কারণেই এই ঘটনা।

আমাদের সৌরজগতের ঝড়ের ফলে বৃহস্পতির গ্রেট রেড স্পটে প্রভাব পড়ে। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে কমপক্ষে ৩২০ কিলোমিটার বিস্তৃত এই রক্তিম আভা। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ তার প্রতিপক্ষ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের পাশাপাশি আবারও এমন এক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে, যা নিয়ে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে।

হাবল এখন বৃহস্পতির দিকে মুখ করে রয়েছে। আমাদের সৌরজগতের বায়বীয় নিরন্তর পরিবর্তনশীল বায়ুমণ্ডলের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করছে। সম্প্রতি ফ্লাইং অবজারভেটরি বৃহস্পতির নিম্ন উত্তর অক্ষাংশে ঝোড়ো আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে এবং গ্রহে একটি ঘূর্ণি পথে পর্যায়ক্রমে ঝড়ের একটি স্ট্রিং পর্যবেক্ষণ করেছে। সেইসঙ্গে ওই ফ্লাইং অবজারভেটরি এটাও লক্ষ্য করেছে যে, বৃহস্পতির গ্রেট রেড স্পট সঙ্কুচিত হচ্ছে। বৃহস্পতির ঘূর্ণি হল নেস্টেড সাইক্লোন এবং অ্যান্টিসাইক্লোনের একটি তরঙ্গ। তা ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে চলা যন্ত্রের বিকল্প গিয়ারের মতো একত্রে বদ্ধ থাকে।

প্রবল সৌর-ঝড়ই কি কারণ

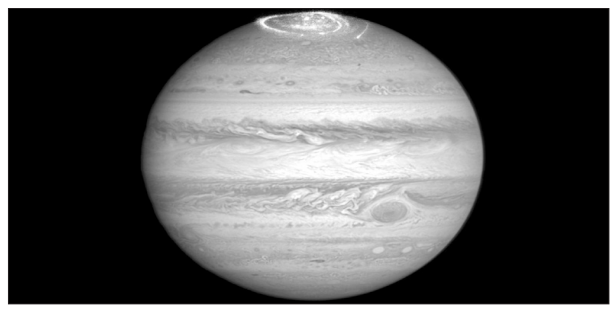

নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, যদি ঝড়গুলি একে অপরের যথেষ্ট কাছাকাছি আসে এবং একসাথে মিশে যায়, তবে তারা আরও বড় ঝড় তৈরি করতে পারে। তখন বৃহস্পতির গ্রেট রেড স্পটের বর্তমান আকার আরও সঙ্কুচিত হতে পারে বলে মনে করছে তারা।

বৃহস্পতির গ্রেট রেড স্পট সৌরজগতের সবতেকে শক্তিশালী ঝড়ের ফলেই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। ১৫০ বছর আগের পর্যবেক্ষণ রেকর্ডের সঙ্গে বর্তমান পর্যবেক্ষণ রেকর্ড তুলনা করে দেখা গিয়েছে বৃহস্পতির রেড স্পট এখন পর্যন্ত সবথেকে ছোটো। জুনো মহাকাশযানের একটি ফ্লাইবাই বিজ্ঞানীদের সেটা নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছে।

জুনো মিশনে নির্ধারণ করা গিয়েছে যে, সৌরজগতের প্রবল ঝড় বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে কমপক্ষে ৩২০ কিলোমিটার প্রসারিত হয়েছে। পৃথিবীতে একটি সাধারণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় মাত্র ১৫ কিলোমিটার প্রসারিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, ঝড় অতিমাত্রায় প্রসারিত হওয়ার কারণে তা আকারে সঙ্কুচিত হচ্ছে। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে, বৃহস্পতি ডিম্বাকৃতির চেয়ে বেশি বৃত্তাকার হয়ে উঠছে। হাবল ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের চিত্রগুলিতে দেখা গিয়েছে বরফের চাঁদ গ্যানিমিড দৈত্যাকার গ্রহ বৃহস্পতিকে অতিক্রম করতে। টেলিস্কোপটি বৃহস্পতির বহুবর্ণের মেঘের ছবিও তুলতে সমর্থ হয়। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এসা জানিয়েছে, বৃহস্পতির আবহাওয়া ভিতর থেকে চালিত হয়। কারণ এটি সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপের চেয়ে বেশি তাপ তার অভ্যন্তর থেকে ছড়িয়ে দেয়। এই তাপ পরোক্ষভাবে মেঘের মধ্যে রঙ-পরিবর্তনের চক্র চালায়। এই চক্রটি বর্তমানে বিকল্প ঘূর্ণিঝড় এবং অ্যান্টিসাইক্লোনের একটি সিস্টেমকে হাইলাইট করছে।

শনির চাঁদে মিলবে জীবনের উৎসের সন্ধান
মহাকাশে কেরামতি দেখাবে নাসার ড্রোন

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনির সবথেকে বড় চাঁদ টাইটানে মিলতে পারে জীবনের উৎসের সন্ধান। নাসা সেই স্বপ্ন নিয়ে মহাকাশে ড্রোন পাঠিয়েছে। নাসার প্রেরিত সেই ড্রোনের কেরামতির অপেক্ষায় দিন গুণছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মনে করছেন, নাসার ড্রাগনফ্লাই রোটারক্র্যাফট ল্যান্ডার নাসার সবথেকে পারদর্শী মহাকাশযান কোনো গ্রহের অনুসন্ধানে।

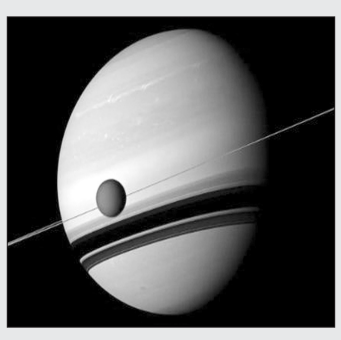

শনির চাঁদ টাইটান বুধের থেকে বড়ো। এর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর ঘনত্বের চারগুণ। এর আকার এবং নিম্ন মাধ্যাকর্ষণ চাঁদের ঘন বায়ুমণ্ডলের মতো। আরেকটি ড্রোন ইতিমধ্যেই মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে কাজ করছে। পারসিভারেন্স রোভারের সাহায্যে ইনজেনুইটি পৌঁছেছিল লাল গ্রহে।

মহাবিশ্বে জীবনের অনুসন্ধানে যে অভিযান শুরু হচ্ছে তার ফল মিলতে পারে ২০২৭-এ। যুগান্তকারী নাসার মিশনে মহাবিশ্বে প্রাণের কোনো সন্ধান মেলে কি না, তা বোঝা যাবে তখনই। নাসার ড্রাগনফ্লাই ড্রোন শনির বৃহত্তম চাঁদ টাইটানের দিকে যাচ্ছে। টাইটানে অনুসন্ধান চালাবে এই ড্রোন। শনির বৃহত্তম চাঁদ টাইটানে নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল এবং ভূগর্ভস্থ তরল জলের মহাসাগর আছে বলে ইতিমধ্যে জেনেছে নাসা। বরফময় বিশ্বে হ্রদ এবং প্রবহমান নদী রয়েছে। এবার ড্রাগনফ্লাই শনির চাঁদে জীবনের উৎস আবিষ্কার করতে পারে। ড্রাগনফ্লাই হল নাসার প্রথম ইন্টারপ্ল্যানেটারি
রোটারক্রাফট-ল্যান্ডার প্রোব, যা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটি সম্পূর্ণ স্যুট দিয়ে সজ্জিত।

নাসার এই ড্রোন টাইটানের পৃষ্ঠে বেশ কয়েক মাইল উড়তে সক্ষম। বর্তমানে মেরিল্যান্ডের লরেলের জনস হপকিন্স অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে এই ড্রোনের ডিজাইন ও নির্মাণ হচ্ছে। ড্রাগনফ্লাই হল নাসার নিউ ফ্রন্টিয়ার্স প্রোগ্রামের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে বৃহস্পতির কক্ষপথে প্রেরিত গ্রহাণু বেন্নু, জুনোর প্রোব। শনির বৃহত্তম চাঁদটি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম চাঁদ বলে মনে হচ্ছে। টাইটান বৃহস্পতির চাঁদ গ্যানিমিডের ঠিক পরেই থাকবে এ ব্যাপারে। এছাড়া শনির চাঁদ টাইটান বুধের থেকে বড়ো। এর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর ঘনত্বের চারগুণ। এর আকার এবং নিম্ন মাধ্যাকর্ষণ চাঁদের ঘন বায়ুমণ্ডলের মতো।

আরেকটি ড্রোন ইতিমধ্যেই মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে কাজ করছে। পারসিভারেন্স রোভারের সাহায্যে ইনজেনুইটি পৌঁছেছিল লাল গ্রহে। মার্টিন হেলিকপ্টারটি মূলত পরীক্ষামূলক ফ্লাইটের একটি সিরিজের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তা মঙ্গলের বুকে যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করে চলেছে। নাসা তাই এই মিশন প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গাড়ির স্বাস্থ্য এবং ফ্লাইটের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র ক্যামেরা এবং কয়েকটি মৌলিক যন্ত্র দিয়ে সজ্জিত এই ড্রোন। ড্রাগনফ্লাই যখন টাইটানে পৌঁছবে, তখন এটি একটি সম্পূর্ণ পরীক্ষাগার নিয়ে যাবে। টাইটানের ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের কারণে ড্রাগন ফ্লাইয়ের বায়ুমণ্ডলীয় গঠন-সহ চাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরগ্রাম পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। টাইটানের পৃষ্ঠ থেকে প্রাপ্ত নমুনা বিশ্লেষণ করবে ড্রোন। ড্রাগনফ্লাই ড্রিল ফর অ্যাকুইজিশন অফ কমপ্লেক্স অর্গানিকস যন্ত্র ব্যবহার করবে উপগ্রহের পৃষ্ঠের উপাদান খ নন করতে। এই নমুনাগুলি অভ্যন্তরীণভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং বিশ্লেষণ করা হবে ল্যান্ডারের মূল অংশের ভিতরে থাকা 'অ্যাটিকে'র দ্বারা। ড্রাগনফ্লাইয়ের অ্যাটিকে আরেকটি যন্ত্র রয়েছে, যার নাম ড্রাগনফ্লাই মাস স্পেকট্রোমিটার।

পৃথিবীতে নজর বিশাল ব্ল্যাকহোলের, চিন্তায় বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অভিমুখ বদল করে পৃথিবীর দিকে ঘুরে গিয়েছে কৃষ্ণগহ্বর। তা থেকে শক্তিশালী বিকিরণও আসছে পৃথিবীর দিকে। এমনটাই দাবি, কয়েক জন মহাকাশবিজ্ঞানীর। যদিও এই ব্ল্যাকহোল কী ভাবে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলকে প্রভাবিত করবে তা স্পষ্ট নয়।

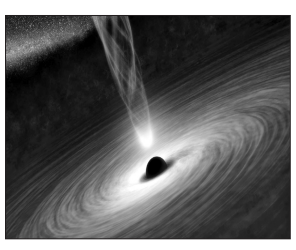

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহাকাশবিজ্ঞানীদের একটি দল একটি নক্ষত্রমণ্ডলকে নিয়ে পুনরায় চর্চা শুরু করেছে। এই নক্ষত্রমণ্ডলের কেন্দ্রে রয়েছে বিশাল এই ব্ল্যাকহোল। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই ব্ল্যাকহোলটি নিজের দিক পরিবর্তন করেছে এবং বর্তমানে এটির মুখ রয়েছে সরাসরি পৃথিবীর দিকে। পিবিসি জে২৩৩৩.৯-২৩৪৩ নামের এই নক্ষত্রমণ্ডলটি পৃথিবী থেকে ৬৫৭০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। মহাকাশবিজ্ঞানী লরেনা হার্নান্দেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, ''আমরা এই নক্ষত্রমণ্ডলের উপর নজরদারি শুরু করেছি। এই নক্ষত্রমণ্ডল নিজের চরিত্র বদলানোর কারণেই এই নজরদারি। আমাদের মোটামুটি অনুমান ছিল যে, এই নক্ষত্রমণ্ডলের কেন্দ্রে থাকা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল দিক পরিবর্তন করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এর মুখ পৃথিবীর দিকে রয়েছে। এবং এটি পৃথিবীর দিকে ক্রমাগত বিকিরণ পাঠিয়ে চলেছে।''

একটি গবেষণায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রমণ্ডলের এই চরিত্র বদলানো নিয়ে মত পোষণ করেছেন। যদিও তাঁরা নিশ্চিত নন যে, ঠিক কী কারণে এমনটা হয়েছে। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর মতে পিবিসি জে ২৩৩৩.৯-২৩৪৩ নামের এই নক্ষত্রমণ্ডলটির সঙ্গে অন্য এক নক্ষত্রমণ্ডলের সংঘর্ষের কারণেই এমনটা ঘটেছে। যদিও কৃষ্ণগহ্বরের দিক পরিবর্তন পৃথিবী বা এই নক্ষত্রমণ্ডলের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে তা এখনও স্পষ্ট করতে বলতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।

চিনে উইঘুর মুসলিমদের রমজান পালনে বাধা!

বিশেষ প্রতিবেদক: বিশ্বজুড়ে চলছে রমজান মাস পালন। ভারত থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই পবিত্র রমজান পালনে অংশগ্রহণ করছেন। ব্যতিক্রম চিন। অন্যান্য বছরগুলির মতো এই বছরেও চিনের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের সহ্য করতে হচ্ছে এই অমানবিক সরকারি আদেশ। এমনই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে একটি গোপন মিডিয়া

কড়া নজরদারি

রিপোর্টে। বর্তমানে উইঘুররা মূলত চিনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাস করে। উইঘুররা এই অঞ্চলের সরকারিভাবে স্বীকৃত ৫৬টি নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অন্যতম। এখানকার ৮০ উইঘুর অঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তারিম বেসিনে বসবাস করে। জিনজিয়াংয়ের বাইরে উইঘুরদের সবথেকে বড় সম্প্রদায় দক্ষিণ মধ্য হুনান প্রদেশে রয়েছে। আর এই জিনজিয়াংয়েই নেমে এসেছে এই কড়া আদেশ, 'রমজান পালন করা যাবে না, উপবাস রাখা যাবে না'। এই বিষয়ে ১৮১১ টি উইঘুর গ্রামে চলছে ২৪ ঘন্টার করা নজরদারি। আর যদিও বা কোনও পরিবার সরকারী কর্মীদের কড়া নজর এড়িয়ে উপবাস রাখে, তাহলে পরে জানতে পারলে সরকারের বা পুলিশের কড়া প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেন তাঁরা। এই বিষয়ে বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেসের মুখপাত্র দিলশাত রিশিত জানিয়েছেন, আমাদের কাছে খবর আছে ওই ১৮১১টি গ্রামের সরকারি কর্মীদের ২৪ ঘণ্টার পাহারায় লাগানো হয়েছে। এছাড়াও সব বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উইঘুর সম্প্রদায়ের বাড়িগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চিনে প্রায় দুই কোটিরও বেশি মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করেন। তবে সর্বাধিক ইসলাম ধর্ম মেনে চলেন সেই দেশে বসবাসকারী উইঘুর সম্প্রদায়। জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সর্বাধিক। সেই দেশে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পাঁচটি প্রধান ধর্মের মধ্যেও একটি হল ইসলাম। কিন্তু চিন সরকার মনে করে যে এই সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নতাকামী ও উগ্র ধর্মীয় চিন্তাভাবনার শরিক। তাই সারা বছরই এই সম্প্রদায়ের ওপর কড়া নজরদারি চালায় কমিউনিস্ট সরকার। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বিভিন্ন সূত্র জানায়, জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত উইঘুর মুসলমানদের ওপর চিন সরকারের বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। মুসলিমদের বন্দি করা এই রমজান মাসেও থামেনি। নির্যাতনের এসব তথ্য যাতে চিনের বাইরে যেতে না পারে সেজন্য তারা প্রতিনিয়িত মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগে বিধিনিষেধ আরোপ করছে।

সৌদিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা
মক্কা যাওয়ার পথে মৃত ২০

বিশেষ প্রতিবেদক: রমজান মাসের শুরুতেই সৌদি আরবে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আসির নামে একটি শহরের কাছে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২০ জন তীর্থযাত্রীর। আহত হয়েছে আরও ২৯ জন। জানা গিয়েছে, তাঁরা সকলেই উমরাহের অর্থাৎ রমজানের মাসের পবিত্র তীর্থের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। মক্কা যাওয়ার পথে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন যাত্রীরা।

সৌদি আরবের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম আল এখবারিয়াতে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সোমবার তীর্থযাত্রীদের নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া একটি বাস। আসির শহরের কাছে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রথমে একটি ব্রিজে ধাক্কা মারে বাসটি। তারপর পালটি খেয়ে যায় এবং আগুন ধরে যায় বাসটিতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, চোখের নিমেষে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যায় তীর্থযাত্রী বোঝাই বাসটিকে। জানা গিয়েছে, ব্রেক ফেল হওয়ার জেরেই বাসটি এভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

সোমবারের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে ২০১৯ সালে মদিনায় ঘটনা আরও এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা। সেই বছর বিদেশি তীর্থযাত্রীদের একটি বাস এভাবেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল ৩৫ জন বিদেশি নাগরিকের। এদিকে, চলতি বছরের শুরুতেই হজের খরচ কমানোর কথা ঘোষণা করেছিল মোদী সরকার। আগে একজন হজ যাত্রীকে ২ হাজার ১০০ সৌদি রিয়াল জমা দিতে হত। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৪ হাজার টাকার সমান। মোট খরচ হত তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা। সেই খরচই এবার এক ধাক্কায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা কমেছে। আগে হজের আবেদনের ফর্ম পেতে দিতে হত ৫০০ টাকা। এবার সম্পূর্ণ নিখরচায় মিলেছে সেই ফর্ম।

রমজান চলাকালীন মসজিদে লাউডস্পিকার বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কোনও প্রার্থনাই আর ব্রডকাস্ট করা যাবে না। মসজিদের অন্দরে সূর্যাস্তের পর ইফতার পালন করা যাবে না। স্বল্প সময়ের জন্যই প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হবে সকলকে। শিশুদের মসজিদের অন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মসজিদে প্রবেশ করতে গেলে প্রয়োজন হবে সচিত্র পরিচয়পত্রের। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নাগরিকরা রোজার মাসে অফিসে ২ ঘণ্টা করে কম সময় অতিবাহিত করতে পারবেন। ইফতারের জন্য সন্ধ্যার শিফটে রোজা রাখা মুসলিম কর্মীদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। জনসমক্ষে অশালীন জামাকাপড় পরা যাবে না। সম্ভ্রম এবং শালীনতা বজায় রেখে মুসলিম নাগরিকদের পোশাক পরতে হবে। কাঁধ-পেট এবং হাঁটু দেখা যায় এমন কোনও পোশাক পরা যাবে না রমজান মাসে। জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রশাসন।

বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্ত
চাপ বাড়াতে নতুন কৌশল পুতিনের!

বিশেষ প্রতিবেদক: ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের মধ্যে আমেরিকা-সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে চাপে রাখতে নতুন কৌশল নিলেন ভ্লাদিমির পুতিন। বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তিনি। রুশ প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমেরিকা। বিষয়টি উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে বাইডেন প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

বেলারুশ পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে রুশ প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, পারণমানবিক অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ চুক্তি যাতে লঙ্ঘন করা না হয়ে সেদিকে নজর রাখা হবে। ১৯৯০ সালের পর সম্ভবত এই প্রথম রাশিয়া দেশের বাইরে কোথাও পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করতে চলেছে।

রুশ টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের পুতিন আরও জানিয়েছেন যে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো দীর্ঘদিন ধরে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের জন্য রাশিয়াকে আবেদন করে আসছে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান রুশ প্রেসিডেন্ট। বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়নের সিদ্ধান্তকে খারাপ কিছু বলে মনে করছেন না তিনি। পুতিনের মতে, আমেরিকাও দশকের পর দশক ধরে তার মিত্র দেশগুলিতে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করে আসছে।

বেলারুশে কবে পারমাণবিক অস্ত্র পাঠানো হবে, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে মস্কো। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে অস্ত্র পাঠানোর প্রস্তুতি শেষ করা হবে বলে রুশ টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন

পুতিন। উল্লেখ্য, বেলারুশ রাশিয়ার মিত্র দেশ হিসেবেই পরিচিত। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানকে সমর্থন করেছিলেন বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো। সেই সময় ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য না করার জন্য আমেরিকা সহ ন্যাটোভুক্ত দেশগুলিকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে, পুতিনের এই ঘোষণা নিয়ে ইতিমধ্যে সতর্কতা অবলম্বন করেছে রাশিয়া। এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যাশিত বলে দাবি করেছেন হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিক। তিনি বলেন, ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের পর থেকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়ে আসছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট। বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছেন ওই আধিকারিক। যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে জন্য মস্কো প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই মুহূর্তে এমন কোনও খবর তাদের কাছে নেই বলেও জানাতে ভোলেননি ওই মার্কিন কর্তা।

সন্তানের ছবি তুলে ফেসবুকে দিলেই শাস্তি

বিশেষ প্রতিবেদক: কয়েক দিন আগেই মুক্তি পেয়েছে রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' নামে হিন্দি ছবি। সেই ছবিতেই দেখানো হয়েছে, ইউরোপের দেশটিতে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কী ধরনের কঠোর নিয়ম অনুসরণ করতে হয় বাবা-মায়েদের এবার সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একই রকমের কঠোর নিয়মের পথে হাঁটল ফ্রান্স। সম্প্রতি ফ্রান্সে একটি আইন পাস হয়েছে। সেই আইন অনুযায়ী, ইচ্ছে মতো সন্তানদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে পারবেন না বাবা-মায়েরা।

একমাত্র যদি সন্তান সেই অনুমতি দেয়, তবেই তাদের ছবি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে পারবেন বাবা-মায়েরা।
বাবা-মায়ের মধ্যে যদি যেকোনও

একজনও সন্তানের ছবি বিনা অনুমতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, তাহলে তার দায় দু' জনকেই নিতে হবে। এই বিলটি যিনি ফ্রান্সের আইনসভায় পেশ করেন, সেই সাংসদের দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া ছবিই চাইল্ড পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে এই পদক্ষেপে শিশুদের ছবির অপব্যবহার বন্ধ করা যাবে।

মার্কিন মুলুকে টর্নেডো, হত ২৩

বিশেষ প্রতিবেদক: বিধ্বংসী টর্নেডো ও ঝড়বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত মার্কিন মুলুকের মিসিসিপি। প্রাণ গিয়েছে অন্তত ২৩ জনের। মিসিসিপি-র বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সূত্রে খবর, প্রায় ১০০ মাইল এলাকা জুড়ে টর্নেডো ধ্বংসের ক্ষত রেখে গিয়েছে। খোঁজ নেই অন্তত চার জনের। ছোট্ট জনপদ সিলভার সিটি ঝড়ে বিপর্যস্ত। 'রোলিং ফর্ক' শহরে বসবাস অন্তত ১,৭০০ জনের। টর্নেডোর প্রকোপে সেই শহর প্রায় মুছে গিয়েছে।

বাসিন্দা ব্র্যান্ডি শোওয়াহ বলেন, 'এরকম ঘটনা আগে কখনও দেখি নি। একটা ছোট্ট, সুন্দর শহর প্রায় মুছে গেল! আমার বন্ধু বাড়ি ভেঙে চাপা পড়েছিল। ওকে কোনও ক্রমে উদ্ধার করতে পারলেও ওর ঠাকুমাকে বের করা যায়নি।' নেভি প্রেসিডেন্ট টোড টেরেলের দাবি, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রোলিং ফর্কের, সেখানে অনেক লোক ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। মৃতের তালিকা বাড়তে পারে।

২০১১ সালে মিসৌরিতে বিধ্বংসী টর্নেডো প্রাণ কেড়েছিল ১৬১ জনের। অনেকেরই বক্তব্য, সেই বিধ্বংসী ঝড়ের দুঃস্বপ্ন ফিরে আসছে। মিসিসিপি-র যে ছবি সামনে আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে উল্টো পড়ে রয়েছে একাধিক গাড়ি, উপড়ে গিয়েছে গাছ। অন্ধকারে ঢেকে বিস্তীর্ণ জনপদ। গভর্নর টাটে রিভে টুইট করেন, 'আমরা আহতদের চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করছি। তল্লাশি এবং উদ্ধারকাজ একই সঙ্গে জারি।'

৩৮.৫ ওভারে ৫১৭ রান! ভাঙল অসংখ্য রেকর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবিশ্বাস্য! ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সাক্ষী থাকল দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। রবিবার সেঞ্চুরিয়নে প্রথমে ব্যাট করে পাঁচ উইকেটে ২৫৮ রান তোলেন ক্যারিবিয়ানরা। জবাবে ১৮.৫ ওভারেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২৫৯ রান তুলে ফেলেন প্রোটিয়ারা। অর্থাৎ ওই ম্যাচে ৩৮.৫ ওভারে উঠল ৫১৭ রান। যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। শুধু তাই নয়, এই প্রথমবার টি-টোয়েন্টিতে ২৫০ রানের বেশি তাড়া করে জয়ের নজির গড়লেন প্রোটিয়ারা। সেইসঙ্গে তৈরি হয়েছে আরও একগুচ্ছ রেকর্ড।

রবিবার সেঞ্চুরিয়নে প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় বলেই ব্র্যান্ডন কিং আউট হয়ে গেলেও তারপর থেকেই রানের ফোয়ারা ওঠে। দ্বিতীয় ইনিংসে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন কাইল মায়ার্স এবং জনসন চার্লস। তাঁদের সৌজন্যেই ১০ ওভারে ১৩৭ রান তুলে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭ বলে ৫১ রান করে মায়ার্স আউট হয়ে গেলেও চার্লসের ঝড় অব্যাহত থাকে। মাত্র ৩৯ বলে শতরান পূরণ করেন। যা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইতিহাসে দ্রুততম। শেষপর্যন্ত ১০ টি চার এবং ১১টি ছক্কার সৌজন্যে ৪৬ বলে ১১৮ রান করেন। আর নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ২৫৮ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিন উইকেট পেলেও বেধড়ক মার খান মার্কো জানসেন। চার ওভারে ৫২ রান দেন। চার ওভারে ৬৭ রান দেন সিসান্দা মাগালা। যে খেলোয়াড়কে আইপিএলের জন্য দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।

সেই রান তাড়া করতে নেমে বিধ্বংসী ছন্দে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০ ওভারেই বিনা উইকেটে ১৪৭ রান তুলে ফেলে। মাত্র ৪৩ বলে শতরান পূরণ করেন ডি'কক। যিনি পরের বলেই আউট হয়ে যান। তবে বিধ্বংসী ছন্দ ধরে রাখেন রেজা হেন্ড্রিক্স। ২৮ বলে ৬৮ রান করে তিনি ন'টি চার এবং আটটি ছক্কা মেরে যখন আউট হন, তখন ১২.৪ ওভারে প্রোটিয়াদের স্কোর ছিল তিন উইকেটে ১৯৩ রান। তারপর বাকি কাজটা সেরে ফেলেন এডেন মার্করাম, হেনরিখ ক্লাসেনরা। ১৮.৫ ওভারেই চার উইকেট হারিয়ে ঐতিহাসিক ছিনিয়ে নেন প্রোটিয়ারা। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ডি'কক।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়

দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫৯/৪ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৮.৫ ওভার, ২০২৩ সাল।
বুলগেরিয়া ২৪৬/৪, বনাম সার্বিয়া, ১৯.৪ ওভার ২০২২ সাল।
অস্ট্রেলিয়া ২৪৫/৫, বনাম নিউজিল্যান্ড, ১৮.৫ ওভার, ২০১৮ সাল।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একটি ম্যাচে সর্বাধিক ছক্কা

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৫ ছক্কা, ২০২৩ সাল।
বুলগেরিয়া বনাম সার্বিয়া ৩৩ ছক্কা, ২০২২ সাল।
ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩২ ছক্কা, ২০১৬ সাল।
নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া, ২০১৮ সাল।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির কোনও ইনিংসে প্রথম ১০ ওভারে সর্বোচ্চ রান

দক্ষিণ আফ্রিকা ১৪৯ রান, বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৩ সাল।
নিউজিল্যান্ড ১৪৭ রান, বনাম শ্রীলঙ্কা, ২০১৬ সাল।
নিউজিল্যান্ড ১৪১ রান, বনাম বাংলাদেশ, ২০২১ সাল।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৩৭ রান, বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৩ সাল।

একই টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দুটি ইনিংসেই ২৫০-র বেশি রান

কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স বনাম মুলতান সুলতানস, ২০২৩ সালের মার্চ প্রথমে ব্যাট করে তিন উইকেটে ২৬২ রান তোলে মুলতান। জবাবে আট উইকেটে ২৫৩ রান তুলেছিল মুলতান।

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৩ সালের মার্চ।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ২০০ রান (দলগত)

রবিবার সেঞ্চুরিয়নে মাত্র ১৩.৫ ওভারে ২০০ রান পূর্ণ করে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৫৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ১৩ ওভারে ২০০ রানের গণ্ডি পার ফেলেন প্রোটিয়ারা। সেইসময় তিন উইকেট পড়েছিল।

নয়া ক্যাপ্টেনের নাম ঘোষণা করল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রেয়স আইয়ারের পরিবর্তে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) অধিনায়ক হিসেবে সুনীল নারিন, শার্দুল ঠাকুরদের নাম উঠে আসছিল। তবে শ্রেয়সের অনুপস্থিতিতে তাঁদের হাতে অধিনায়কত্বের ব্যাটন তুলে দিল না কেকেআর। বরং নীতীশ রানাকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হল। যিনি ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দিল্লিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১২টি ম্যাচের মধ্যে জিতেছেন আটটি ম্যাচে। চারটি ম্যাচে হারের মুখ দেখেছেন।

চলতি মাসের গোড়ার দিকে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টের সময় পিঠে চোট পান কেকেআরের স্থায়ী অধিনায়ক শ্রেয়স। তাঁর চোটের ঠিক কী অবস্থা, তা নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, পিঠের চোটের জন্য শ্রেয়সকে অস্ত্রোপচার করাতে হবে বলেও ভাবনাচিন্তা চলছে। তবে এখনই অস্ত্রোপচার করতে চান না শ্রেয়স। কারণ অস্ত্রোপচার করলে মাস ছয়েকের জন্য মাঠের বাইরে চলে যাবেন। সেক্ষেত্রে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তো খেলতেই পারবেন না, একদিনের বিশ্বকাপেও খেলার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে যাবে। বিশ্রাম এবং রিহ্যাবের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠতে চাইছেন বলে একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

সেই পরিস্থিতিতে এবারের আইপিএলে শ্রেয়স আদৌও খেলতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে ধন্দ কাটেনি। আজ নয়া অধিনায়কের নাম ঘোষণার সময় কেকেআরেরও তরফে শ্রেয়সের চোটের বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। কতদিনের জন্য নীতীশকে অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে, সেটাও জানানো হয়নি কেকেআরের তরফে।

সোমবার নাইট ব্রিগেডের তরফে বলা হয়েছে, 'আমরা আশাবাদী যে সুস্থ হয়ে উঠে ২০২৩ সালের আইপিএলের কোনও সময় খেলতে পারবেন শ্রেয়স। তবে আমরা আশাবাদী যে অধিনায়ক হিসেবে ভালোভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন নীতীশ। যাঁর সাদা বলের ক্রিকেটে নিজের রাজ্য দলকে (দিল্লি) নেতৃত্ব প্রদানের অভিজ্ঞতা আছে এবং ২০১৮ সাল থেকে কেকেআরের হয়ে আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে।'

বাংলাদেশের দুই তারকা শাকিব আল হাসান এবং লিটন দাসের সাদা বলের অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা থাকলেও কেন তাঁদের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, তা নিয়ে কেকেআরের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, শাকিব এবং লিটনকে পুরো মরশুমে পাওয়া যাবে না। ৩১ মার্চ রাত পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ব্যস্ত থাকবেন শাকিব। পরদিনই কেকেআরের প্রথম ম্যাচ আছে। লিটন আবার আগামী ৪ এপ্রিল থেকে টেস্ট খেলবেন।

ওসিআই কার্ড দিয়ে ভারতে খেলতে চান প্রাক্তন লিভারপুল তারকা ধান্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় সিনিয়র ফুটবল দলের হয়ে খেলতে উৎসাহী প্রবাসী ভারতীয় ফুটবলার ইয়ান ধান্দা। সে কথা প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন তিনি। ভারত সরকারের তরফে ওসিআই কার্ড অর্থাৎ ওভারসিজ সিটিজেন কার্ড ইস্যু করলেই তাঁর স্বপ্নপূরণ হতে পারে। সেই ওসিআই কার্ড পাওয়ার আশার কথা শুনিয়েছেন ইয়ান। বর্তমানে স্কটিশ লিগে খেলছেন ইয়ান। স্কটিশ প্রিমিয়র লিগে রস কান্ট্রি ক্লাবের হয়ে খেলেন তিনি। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। যার জন্য প্রয়োজন ওসিআই কার্ড। যা পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন ধান্দা।

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অর্থাৎ এআইএফএফের সেক্রেটারি জেনারেল ড সাজি প্রভাকরনের সঙ্গে নেট মাধ্যমের এক আলাপচারিতায় ধান্দা লিখেছেন 'আমি যদি আমার পাসপোর্ট এখানে ছেড়ে দিই তার মানে আমি কোনোদিন ইউকেতে (ইংল্যান্ডে) প্রফেশনালি ফুটবলটা খেলতে পারব না। পাশাপাশি কয়েকটি ইউরোপীয়ান ক্লাবেও খেলার সুযোগ পাবো না। তার প্রধান কারণ এই মুহূর্তে

ভারতের ফিফা রাঙ্কিং। অন্যান্য দেশের মতন যদি আমাকে ভারতের ওসিআই কার্ড পাওয়ার অনুভূতি দেওয়া হয়, তাহলে আমার সামনে সুযোগ থাকবে ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার। দ্বৈত নাগরিকত্বের জন্য তখন আমি এই সুবিধা পাবো। আমি আশা করছি এটা শীঘ্রই বাস্তবে সম্ভব হবে।'

আইপিএলের ৯ দিন পরেই লন্ডনে টেস্ট ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিন মাসে একটাও টেস্ট ম্যাচ নেই ভারতের। উলটে দু'মাস আইপিএলে ব্যস্ত থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। আইপিএলের পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির জন্য মেরেকেটে দিনসাতেক পড়ে থাকবে। সেই পরিস্থিতিতে আইসিসি প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় দল কীভাবে প্রস্তুতি নেবে, সেটা ভেবে এখন থেকেই উদ্বেগে পড়ে গিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় দলের হেড কোচ দাবি করেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। যতটা সম্ভব, ততটা ভালো প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা হবে বলে আশ্বাস দেন দ্রাবিড়।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট ড্র হওয়ার ফলে ২-১ ব্যবধানে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ জিতে গিয়েছে ভারত। সেইসঙ্গে নিউজিল্যান্ডের কাছে শ্রীলঙ্কা হেরে যাওয়ার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও পৌঁছে গিয়েছে। যা আগামী ৭ জুন থেকে লন্ডনের ওভালে হতে চলেছে। আইপিএলের ফাইনাল এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের যে এতটা কম ব্যবধান আছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন দ্রাবিড়। সূচি অনুযায়ী, এরপর সেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নামবে টিম ইন্ডিয়া। সামনের তিন মাসের বেশিরভাগ সময়টা আইপিএল নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ৩১ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। ২১ মে গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচ হবে। ফাইনাল হবে ২৮ মে।

অর্থাৎ আইপিএল ফাইনালের ন'দিনের মধ্যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ আলাদা ফর্ম্যাটে নামতে হবে। শুধু তাই নয়, ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যেতে হবে রোহিত শর্মাদের। ইংল্যান্ডের পরিবেশ ও পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। ভারতের সঙ্গে যে দেশের পিচের কোনও মিল পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com
Vol: 8 Issue:19, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111